আর্য্যশক্তি

শ্রীআশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

প্রথম সংস্করণ

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্ত-
বারিধি তত্ত্বচিন্তামণি শব্দরত্নাকর কর্ত্তৃক
লিখিত 'পরিচয়' সহ

১৯০নং অপার চিৎপুর রোড হইতে
শ্রীহরলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

ফাল্গুন, ১৩৪১।

 মূল্য এক টাকা মাত্র।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সেন দ্বারা মুদ্রিত
"বিশ্বকোষ প্রেস"
৯নং বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার,
কলিকাতা।

উৎসর্গ পত্র।

Macaulay, the windy Whig, from profound ignorance declared "A single shelf of a good European library is worth all the native literatures of India and Arabia". He therefore imparted English education in this country with the sole intention of training up a class of men Indians in blood and colour but Englishmen in morals and taste. Modern India and even the modern Indian sage must therefore stand for seeking after a crushing defeat for the traditions, culture and the civilisation of Ancient India.

Author's thoughts on Vedanta.

মম মরমের শুষ্ক অনুভূতি দিয়া
আনিয়াছি মূর্ত্তিমতী করিয়া যাহারে ;
বিরাট্ মানবসঙ্ঘ ! রুদ্র পদাঘাতে,
রজনীর অন্ধকারে পাশব আচারে,
চাহিবে করিতে চূর্ণ বিলুপ্ত তাহারে।
রাত্রিশেষে একদিন দেখিবে প্রভাতে,
কালের সহিত পঙ্গু হইয়াছ তুমি,
অমৃত সে আর্য্যশক্তি দীপ্ত আর্য্যভূমি

অবজ্ঞাত গ্রন্থকার।

পরিচয়

আর্য্যশক্তি-রচয়িতা গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার এই নূতন গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমাকে একটী ভূমিকা লিখিবার জন্য অনুরোধ করেন। আমিও এই প্রবীণ কবির অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইয়াছিলাম। সম্মতিদানকালে তাঁহার এই উপাদেয় গ্রন্থ পাঠ করিবার সুবিধা হয় নাই। গ্রন্থ-খানি পাঠ করিবার পর বুঝিলাম এরূপ গ্রন্থের প্রকৃত পরিচয় দিতে হইলে ক্ষুদ্র ভূমিকা উপযোগী হইবে না, একটী বৃহৎ দার্শনিক অনুক্রমণিকা লিখিতে হয়, কিন্তু আমার বর্ত্তমান অবস্থায় সে সুযোগ, সে সুবিধা বা সে সামর্থ্য নাই। এ কারণ তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে না পারিয়া তাঁহারই কথা লইয়া তাঁহার এই গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি :—

এই সুললিত কবিতা গ্রন্থে বিভিন্ন বিষয় লইয়া ১৬টী প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে। যাঁহারা ভারতের ষড়্দর্শনের তাৎপর্য্যবিদ্ এবং ইতিহাসজ্ঞ নহেন তাঁহারা এই গ্রন্থ

পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবেন না। গ্রন্থকার ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্ব্বমীমাংসা, সাংখ্য ও যোগদর্শনের ক্রম-স্ফুর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া বেদান্তদর্শনের অদ্বৈতবাদে তাহাদের সম্যক্ পরিণতি প্রতিপাদন মানসে কাব্যের সৌন্দর্য্যে ও ভাষার মাধুর্য্যে একখানি অভিনব কাব্য প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমানের জড়বাদ, যান্ত্রিক সভ্যতা ও ভোগ-মূলক কূটনীতি, যাহা রাজনীতি-ক্ষেত্রে মনুষ্যত্বে গ্লানি উপস্থিত করিয়াছে, কবিতার মধ্যে গ্রন্থকার তাহা প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

বেদ-বেদান্তের অভ্যুদয়স্থলী আমাদের ভারতভূমির প্রধান লক্ষ্য একমাত্র সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানে পরিস্থিতি, কবি এই মহাসত্য ঘোষণা করিয়া কি রাষ্ট্রতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, কি রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, সমস্তই একমাত্র অদ্বৈতাত্মজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া অদ্বৈততত্ত্বমূলক বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উপর বিজ্ঞানের উপ-সংহার করিয়াছেন। "গুরুদেব" এই প্রবন্ধে আমরা প্রাচীন ভারতের ধর্ম্ম ও সভ্যতাকে মূর্ত্ত দেখিতে পাই। ব্রাহ্মণ তপোবলে ও জ্ঞানবলে সকল বর্ণের গুরু, কিন্তু রাষ্ট্রবেদিকার মূলে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যকে সর্ব্বতোভাবে সঙ্কুচিত করিয়া জীবনযাত্রার জন্য ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন

করিয়াছেন। "এতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি।" ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র মূলে সকলেই ব্রহ্মস্বরূপ, সুতরাং সকলেই ব্রহ্মবুদ্ধি-পূর্ব্বক রাষ্ট্রতন্ত্রের মূলে স্বীয় কর্ত্তব্যসাধনে প্রবৃত্ত।

"যতঃ প্রবৃত্তিভূ´তানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥"

এই ভগবদ্বাক্যের অনুশাসনে ব্রহ্মজ্ঞানের নিমিত্ত চতুর্ব্বর্ণ বর্ণাশ্রমোচিত স্ব স্ব কার্য্যসম্পাদন করিয়া চিত্তশুদ্ধি-ক্রমে ব্রহ্মনির্ব্বাণের অধিকারী হইতেন। 'শম্বূক' প্রসঙ্গে কবি ঘোষণা করিয়াছেন—

যে প্লেটো ও অরিষ্টটলের মত মনীষিদার্শনিক স্পার্টার রাষ্ট্রবেদিমূলে ব্যক্তিত্বের সর্ব্বাঙ্গীন সঙ্কোচ সাধন করিয়া রাষ্ট্রকে সম্যক্‌রূপে পরিপুষ্ট করিতেছেন; কিন্তু এথেন্সে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের পূর্ণ অভ্যুদয়ের নিমিত্ত এথেন্সবাসী স্পার্টার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছে। প্লেটো ও অরিষ্টটল মানবজীবনের একদিক্ দেখিলেন, কিন্তু অন্যান্য গ্রীসবাসী মানবজীবনের অন্যদিক্ দেখিল। উভয় দিকের সামঞ্জস্য বিধান করিতে অসমর্থ হইয়া গ্রীক্ রাষ্ট্র এবং গ্রীক্-ব্যক্তিত্ব উভয়েই অবনীর বক্ষঃ হইতে প্রায় নিশ্চিহ্ন

হইয়া গেল ; ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যকে রাষ্ট্র-বেদিকার মূলে বলি না দিলে কখন রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিতে পারে না ; এমন কি যে ব্যক্তিত্বের পরিপুষ্টির জন্য মানব ইহ সংসারে আসিয়াছে তাহার পূর্ণ স্ফূর্ত্তির স্থান কোথায় তাহা দেখাইয়া দিতে হইবে। ভারতের আত্মতত্ত্ববিদ্ সম্যক্‌দর্শী ঋষিসঙ্ঘ তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। "ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি"। ব্যক্তিত্ব যখন ব্রহ্ম-জ্ঞানে ও ব্রহ্মানন্দে পর্য্যবসিত হয়, তখন রক্তমাংসের মানব-জীবন সম্যক্‌রূপে স্বার্থকতা লাভ করে। বেদান্তের আলোকে ইতিহাসের উপর দণ্ডায়মান হইয়া কবি জগৎকে সেই আর্য্যঋষি-প্রদর্শিত পথ দেখাইয়া বর্ত্তমানের জড়বাদ, যান্ত্রিক সভ্যতা ও কূট রাষ্ট্রনীতির ব্যর্থতা প্রদর্শন করিতেছেন। "চণ্ডীদাস" প্রসঙ্গে আমরা ব্রহ্মবিদ্যার চরম স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছি। চণ্ডীদাস সদাচারে পরিনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ সন্তান এবং অস্পৃশ্যতা-মূলক বিজ্ঞানের অতিবড় ঋত্বিক্ এবং শুচিতারূপ সংযম-শক্তির চরম প্রতীক। বেদান্তের আলোকে রজকিনী রামীর ভিতরে সেই শ্যামসুন্দর মূর্ত্তিকে কখন কিশোর এবং কখন কিশোরী মূর্ত্তিতে দেখিতেছেন এবং কখন শ্রীরাধাশ্যামকে কেবলাত্মরূপে উপলব্ধি করিতেছেন।

যে বৈদান্তিকী প্রতিভায় সূক্ষ্মদর্শী দার্শনিক কবি চণ্ডীদাস ফুটাইয়া দেখাইয়াছেন সেই প্রতিভার অধিকারী না হইলে এই বিরাট্ রসমূর্ত্তিকে আস্বাদন করিবার সৌভাগ্য ঘটে না।

কবি "রমণী"র প্রসঙ্গে যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা বাস্তবিক ভারত-মহিলার আদর্শ আলেখ্য। বর্ত্তমান বিকৃত সাহিত্যে নব্য ঔপন্যাসিকগণের কদর্য্য ভাবধারায় যে মাতৃমূর্ত্তির পবিত্র চিত্র ক্ষুণ্ণ করিয়াছে, তাহা যে আর্য্য-ভারতের যোগ্য নহে, আর্য্যশক্তির কবি তাহা দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই।

জ্ঞানাবতার "শাক্যসিংহ" প্রসঙ্গে কবি ঘো-
করিয়াছেন, বুদ্ধদেব সনাতন ধর্ম্মকে
নিমিত্ত বুদ্ধাবতারে বেদবিরুদ্ধ ধর্ম্ম
অহিংসা ধর্ম্মকে পুরো-
করিয়া গিয়াছে-
and

।
পা
একচ
আবিভূ

পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছেন। শাক্যসিংহ বেদান্তের বিবর্ত্তবাদ আনন্দকে বুঝাইতেছেন। বিবর্ত্তবাদের দ্বিতীয় পাদে সাংখ্যের পরিণামবাদ ও তৃতীয়পাদে ন্যায়বৈশেষিকের আরম্ভবাদ ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাহুল্যভয়ে এখানেই পরিচয় শেষ করিলাম। যাঁহারা দার্শনিক কবিতার আদর করেন, তাঁহাদিগকে এই গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। গ্রন্থকার পূর্ব্বে 'আর্য্যভূমি' নামে কবিতাপুস্তক লিখিয়া আদৃত হইয়াছেন। বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ও সাহিত্যিক সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় "আর্য্যভূমি" প্রণেতাকে সমাদর করিয়াছেন। আমিও "আর্য্যশক্তি"-প্রণেতাকে একজন দার্শনিক কবি বলিয়া অভিনন্দন করিতেছি।

নং বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার,
কলিকাতা।
ফাল্গুনী শুক্লাষ্টমী
১৩৪১

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

সূচীপত্র।

বিষয়

আর্য্যশক্তি।

গুরুদেব।

নিদাঘমধ্যাহ্নাকাশে রহিয়া তপন
বর্ষিছে অনলরাশি। রৌদ্রে ভয়ঙ্কর
বিদীর্ণ ধরণীবক্ষঃ, প্রতপ্ত সাগর।
সে সময়ে সেতারার দুর্গপার্শ্ববর্ত্তী
রাজপথে চলিয়াছে স্বামী রামদাস,
স্কন্ধোপরে ভিক্ষাধার, সঙ্গীতে মধুর
শ্রোতৃচিত্তে শান্তিধারা বর্ষিয়া প্রচুর।
দুর্গস্থিত প্রাসাদের কক্ষে মনোহর
স্তম্ভিত শিবাজী শুনি সঙ্গীতের স্বর।
১০ আসি কক্ষ-বাতায়নে দেখিল বিস্ময়ে,
পরাক্রান্ত রাজ্যেশ্বর যার পদানত,
চলেছে ভিক্ষার তরে সেই মহাজন।
কি যেন বিদ্যুৎ এক নিমেষের মাঝে
চমকিয়া সে হৃদয়ে আনিল টানিয়া

অন্ধবেশে রাজ্যেশ্বরে পদপ্রান্তে তার,
প্রচণ্ড রৌদ্রেও আছে মুখে হাসি যার
রাজপথে পদপ্রান্তে পড়িয়া তখন
নিবেদিল রাজ্যেশ্বর প্রসন্ন বদন :—
"নৃপতি শিবাজী যার শিষ্য পদানত,
২০ প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডকরে স্বিন্ন কলেবরে
সে কেন ভিক্ষার তরে করিছে ভ্রমণ ?
এই দানপত্রসূত্রে পদে গুরুদেব!
এই রাজ্য শিষ্য তব করিছে প্রদান
ভক্তিপূর্ণ শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে তাহার।
বৈরাগীর এই রাজ্য ; প্রতিনিধিসূত্রে
করিবে রাজ্যের সেবা শিষ্য পদানত,
ভিখারী কৌপিনধারী শিবাজী নিয়ত।"

আনন্দাশ্রুসিক্তনেত্রে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে
কহিলেন গুরুদেব শিষ্যে অবনত :—
৩০ "শিবাজি! ঐ পুণ্যভূমি প্রাচীন ভারত
ছিল রাজ্য বৈরাগীর। রাষ্ট্রগুরু যারা,
পর্ণকুটীরের তলে করিয়া বসতি,

কঠোর তপস্যালব্ধ জ্ঞানের প্রভাবে
এই বিশ্বজগতের অন্তর বাহির
নখদর্পণের মত করিয়া দর্শন,
করিত বিকীর্ণ রাষ্ট্রে, বিপুল সমাজে,
সেই মুক্ত জ্ঞানপ্রভা ভাস্করের মত,
ছিল সমাজের সেবা তাহাদের ব্রত।
ক্রূর অভিমানে নিত্য রাখিতে সংযত
৪০ ব্রাহ্মণ ভিক্ষুকবৃত্তি করিত গ্রহণ,
কভু নাহি অত্যাচারী ছিল সে ব্রাহ্মণ।
মানব-বুকের রক্ত শুষিবার ছলে
তারা নাহি জাতিভেদ করিল সৃজন,
বর্ণভেদ বিধাতার নীতি সনাতন।
যাদের বুকের রক্ত বহিত নিয়ত
শুচিতায় শুভ্রতায় নির্ম্মল প্রভায়
রাষ্ট্রসমাজের অঙ্গে, করিতে বর্দ্ধিত
সেই অঙ্গ, অন্তঃস্থল করিতে নির্ম্মল;
নাহি ছিল সে ব্রাহ্মণ নৃশংস অধম,
৫০ ভিক্ষায় যে পরিতৃপ্ত, জ্ঞানে অরিন্দম।
অতল ভারতমহাসাগরের মাঝে
সমগ্র ব্রাহ্মণজাতি করি নিমজ্জিত,

অথবা ম্লেচ্ছের ভাবে করিয়া দীক্ষিত ;
সমগ্র গোজাতি করে করিয়া প্রদান
যবনের, ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার তরে,
দেখ কি শান্তির মাঝে রহিয়া মগন
ভারত করিছে তার কৃতার্থ জীবন।
ঐ অদূর ভবিষ্যতে ভারতের বক্ষে
দীক্ষিত ম্লেচ্ছের ভাবে করি আপনারে
৬০ করিবে যে জন যত মহত্বের ভাণ,
হ'বে প্রাপ্য তার অতিমানবের স্থান।
দেখিবে অনার্য্যে পূর্ণ হইছে ভারত,
শাসিতেছে ঋষিবাক্যে হীন জনমত।"

গুরুবাক্যে যে বিদ্যুৎ ছুটিল হৃদয়ে
শিষ্যের, হইল মূর্ত্ত প্রদীপ্ত ভাষায় :—
"গুরুদেব ! হৃদয়ে যে শক্তির সঞ্চার
হ'য়েছে প্রসাদে তব, প্রভাবে তাহার,
—কি সুন্দর নিরমল সুখের জীবন
ঊর্দ্ধলোকে দীর্ঘকাল করেছি যাপন,
৭০ ফুটিতেছে স্মৃতি তার স্বপ্নের মতন—

এই লোকে ? বিঘ্ন তার আছে পদে পদে ।
রাষ্ট্রতন্ত্রে, ধর্ম্মতন্ত্রে, কি সমাজতন্ত্রে,
—মানবের স্বাধীনতা, হৃদয় তাহার
কি সুন্দর স্বপ্নময় পবিত্র নির্ম্মল—,
করিতেছে প্রতিহত প্রতি পদক্ষেপে
যবনের অত্যাচার, দৌরাত্ম্য ভীষণ !
ইচ্ছা হয়, বহিছে যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ
তোমার প্রসাদে দেব শিরায় শিরায়,
প্রবোশয়া এ মুহূর্ত্তে অরাতি-শিবিরে
৮০ সে অনলে শত্রুসৈন্য করি ভস্মীভূত ।
বিপুল বাহিনী যার সর্ব্বত্র রক্ষিত
ধনৈশ্বর্য্যবলে, সেই মোগলের কাছে,
পার্ব্বত্য মূষিক মোরা অতি হীনবল ;
কিন্তু বজ্রগর্ভ এক একটি হৃদয়
স্বতন্ত্র বাহিনীরূপে উঠিছে গড়িয়া
এই ক্ষুদ্র মূষিকের, প্রতি লোমকূপ
একটি আগ্নেয় গিরি—দীপ্ত বজ্রানল— ;
প্রবেশিবে যবে সেই স্বতন্ত্র বাহিনী
মোগলের সৈন্যমাঝে, বজ্রাগ্নির মত
৯০ করিবে মোগলসৈন্য ভস্মে পরিণত।

নশ্বর মানবদেহ, সৌন্দর্য্য তাহার
জরাব্যাধি-সমাক্রান্ত, ঐশ্বর্য্য তেমন
হ'তে পারে প্রতিক্ষণে পরহস্তগত।
ঊর্দ্ধলোকে সূক্ষ্ম দেহে ফুটিছে নিয়ত
জরাব্যাধি-পরিমুক্ত সৌন্দর্য্য নির্ম্মল,
মুক্ত জীবনের গতি, শুদ্ধ ভালবাসা,
সুকৃতি-অভাবে মর্ত্ত্যে হইয়াছে আসা।
ঊর্দ্ধলোকগত সেই নির্ব্যূঢ় সংস্কার
ভূর্লোকে স্বপ্নের মত জাগিছে নিয়ত
১০০ প্রদীপ্ত হৃদয়ে যার, বিদ্যুতের মত
বহিতেছে নিত্য তার শিরায় শিরায়।
পরাধীনতার এই কঠিন বন্ধন
বিষজর্জ্জরিত তার করিছে জীবন।
গো-ব্রাহ্মণ! জানি তার মহিমা অপার।
গোদুগ্ধে বর্দ্ধিত দেহ, প্রশান্ত হৃদয়;
ব্রাহ্মণের জ্ঞানালোক করি প্রদর্শন
এই মূর্ত্ত জগতের বাহির অন্তর
১০৮ দিতেছে মানবে শিক্ষা—জ্ঞানে সে অমর—।"

শম্বুক।

গ্রীসের যে ইতিবৃত্ত সম্মুখে তোমার
রহিয়াছে অবস্থিত, দেখ চক্ষুষ্মান্
কি রয়েছে স্পষ্টাক্ষরে প্রতি পত্রে তার
মূর্ত্তিমান্! যেই রাষ্ট্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দর
প্লেটো ও অরিষ্টটল গড়িল স্পার্টায়
বরণীয় মনীষায়, রাষ্ট্রবেদীমূলে
ব্যক্তিত্বের সর্ব্বাঙ্গীন সাধিয়া সঙ্কোচ,
ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের পূর্ণ অভ্যুদয়
এথেন্সে হইল ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী তার।
১০ মুক্ত ব্রহ্মবিজ্ঞানের একান্ত অভাবে
হইল না বিরোধের কভু সমন্বয়,
গ্রীক্‌রাষ্ট্র গ্রীক্‌ব্যক্তি মরিল উভয়।
অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞানে করিলে সম্ভব
ব্যক্তিত্বের পূর্ণ স্ফূর্ত্তি, গ্রীক্ সভ্যতার
ঘটিত না মৃত্যু কভু; কঙ্কালে তাহার
প্রতীচির বর্ত্তমান সভ্যতার মূর্ত্তি,
সংহত জাতীয় শক্তি, লভি অভিব্যক্তি,

ভাবিত না আপনারে এত গরীয়সী।
গ্রীকের সম্পদরাশি, সভ্যতা সুন্দর,
২০ প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী, বীরত্ব উজ্জ্বল,
সকলি সুন্দর তার, নয়নরঞ্জন,
পারিল না আবিষ্কার করিতে কখন,
কোথায় ব্যক্তিত্ব তার লভিবে স্ফুরণ
সর্ব্বগ্রাসী জড়বাদ! সৌন্দর্য্য তোমার
মুগ্ধ করি চিরদিন মানব-হৃদয়
সাধিছে বিনাশ তার। বিমুগ্ধ মানব
না পারে মুক্তির পথ করিতে সন্ধান,
গ্রীক্ ইতিহাস তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

যে যান্ত্রিক সভ্যতায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের
৩০ হইয়াছে পূর্ণ স্ফূর্ত্তি, প্রভাবে তাহার
রত্নগর্ভা বসুন্ধরা হইয়াছে মরু,
মনুষ্যত্ব বিদলিত, প্রাণহীন তরু।
মুষ্টিমেয় ধনিকের অঙ্গুলী-নির্দ্দেশে
নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রতন্ত্র, ক্ষুধার্ত্ত মানব,
চলিয়াছে প্রভুত্বের বিনিদ্র আহব।

এও কি সভ্যতালোক দীপ্ত অতিশয় ?
গর্ব্ব যার অভ্রভেদী, প্রভুত্ব দুর্জ্জয় !
আকাশে উঠিছে ঝড়, তরঙ্গ উত্তাল
গর্জ্জিতেছে সিন্ধুবক্ষে করি আস্ফালন,
৪০ আঘাতিয়া হিমাদ্রির আপাদমস্তক,
ঘাতপ্রতিঘাতমাঝে হিমাদ্রি অচল।
অবিক্ষিৎ আর্য্যজাতি আর্য্যশক্তিমূলে
অবিচল, প্রজ্ঞালোকে আত্মস্থ তেমন।
শিখিয়াছে যেই জাতি রাষ্ট্রবেদীমূলে
ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের সাধিয়া সঙ্কোচ
একাত্মবিজ্ঞানে তার করিতে স্ফুরণ,
বর্ত্তমান জগতের রণ-ঝটিকায়
কেমনে নিশ্চিহ্ন হয় অস্তিত্ব তাহার ?

প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্র ছিল চিরদিন
৫০ নিরঙ্কুশ সর্ব্বজয়ী ; প্রভাব তাহার
ব্যক্তিগত স্বার্থে করি পূর্ণ আত্মসাৎ
দিব্য নারায়ণী মূর্ত্তি করিত গ্রহণ,
প্রকৃষ্ট সেবক তার স্বয়ং নারায়ণ।

জীববিদ্যা-অনুসারে সেই রাষ্ট্রনীতি
ব্যক্তিত্বে করিতে পারে রাষ্ট্রের কল্যাণে
প্রবুদ্ধ প্রপুষ্ট কিম্বা পঙ্গু অতিশয়।
স্বীয় অস্তিত্বের তরে শরীর যেমন
রাখিতে বর্জ্জিতে পারে নিজ প্রয়োজনে
প্রতি অঙ্গ আপনার, জীবকোষ তার ;
৬০ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রাষ্ট্র আপনার তরে
পারে অনুরূপ নীতি করিতে গ্রহণ।
তাহার সর্ব্বাঙ্গ রাষ্ট্র রাখিতে সুন্দর
অনাচারে সমুন্নত নিন্দিত ব্রাহ্মণে
তার কলেবর হতে করিল বর্জ্জন,
অত্রি-সংহিতায় তার জ্বলন্ত প্রমাণ।
নারায়ণী মূর্ত্তি রাষ্ট্র করিয়া গ্রহণ
করিয়াছে চিরদিন প্রাচীন ভারতে
জীবাণুবিজ্ঞান মূর্ত্ত স্বীয় প্রতিভায়।
নিষ্কাম নির্ম্মল শুদ্ধ ব্যক্তিত্বের স্ফূর্ত্তি,
৭০ রাষ্ট্রবেদিকার মূলে সাধিয়া সঙ্কোচ
আপনার, বৈরাগ্যের রুদ্র প্রেরণায়
অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞানে মুক্ত আত্মারাম।

শম্বূক ! যে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ভীষণ
হইয়াছে মূর্ত্ত তব শিরায় শিরায়,
উৎপশ্য অবজ্ঞায় রাষ্ট্রবেদীমূলে
করেছে আঘাত তাহা অতি ভয়ঙ্কর ।
রাষ্ট্রমূর্ত্তি, রাষ্ট্রনীতি, শাস্ত্রীয় বিধান,
জীবাণুবিজ্ঞানমূলে বিশ্বে বর্ত্তমান ;
ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের মোহিনী মায়ায়,
৮০ উৎপশ্য অবজ্ঞায়, করিয়াছ তার
নিদারুণ অপমান। যে শ্রীরামমূর্ত্তি
আরাধ্য দেবতা তব, রাষ্ট্রের সেবক,
তাহারে করেছ তুমি অবজ্ঞা ভীষণ !
সে শ্রীরামমূর্ত্তি এই আছে বর্ত্তমান
শম্বূক ! সম্মুখে তব শস্ত্রপাণিরূপে ।
পড়িছে মস্তকে তব শাণিত কৃপাণ
তার আশীর্ব্বাদরূপে। রাষ্ট্রবেদীমূলে
নাহি তব গর্ব্বস্ফীত ব্যক্তিত্বের স্থান
জীবাণুবিজ্ঞানমূলে। হোক্ অবসান
৯০ ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের, পূর্ণ স্ফূর্ত্তি তার
হইবে নিশ্চয় যথা তুমি আত্মারাম,
অভিন্ন শ্রীরামতত্ত্ব, পবিত্র নিষ্কাম।

রাষ্ট্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের করি সমন্বয়
রাষ্ট্রগুরু বর্ণশ্রেষ্ঠ রয়েছে ব্রাহ্মণ,
বৈরাগ্যের প্রতিমূর্ত্তি, সংযমে নির্ম্মম,
৯৬ ভিক্ষায় যে পরিতৃপ্ত, জ্ঞানে অরিন্দম

চণ্ডীদাস।

সর্ব্বাঙ্গে অশুচি যার, রয়েছে আবার
কটিদেশে ক্ষুদ্র ছিন্ন মলিন বসন,
আর্ত্তির করুণ মূর্ত্তি, ক্ষুধার্ত্ত ভীষণ,
আছে তাহারও মাঝে উমামহেশ্বর।
জড়তার অবসানে যে দিন শঙ্কর
দেখিবে উমার রূপ—স্বরূপ আপন—
স্বীয় মুক্ত সৌন্দর্য্যের আলোকে নির্ম্মল,
দুঃখভরা দৈন্যভরা অপ্রীতি-আকর
শান্ত জগতের রূপ করিয়া বিলয়
১০ সেই দিন হইবে সে ব্রহ্ম সনাতন।
রহিয়া পবিত্র যেই শাস্ত্রের শাসনে
সদাচারে একনিষ্ঠ দরিদ্র ব্রাহ্মণ
দেখিতেছে সর্ব্বভূতে উমামহেশ্বর,
সেই শাস্ত্রে পদাঘাত করি ভয়ঙ্কর
কতদিন বিশ্বে তুমি রবে নিশাচর?
আছে যেই শাস্ত্রমূলে উমামহেশ্বর,
নাশিবে সম্মোহ তার অস্তিত্ব সুন্দর,

এই যদি সত্য তবে যাক্ রসাতলে
বিশ্বের সম্পদ যত মানবের সনে।
২০ কোটি ক্রিমিকীট প্রতি লোমকূপে যার,
রক্ত ও মাংসের দেহ গলিত এমন
চিন্মাত্রা নির্ম্মলা প্রীতি যাঁচে না কখন,
চিদানন্দ সৌন্দর্য্য যে করেছে বরণ।
মানবের আত্মরূপ উমামহেশ্বর
অথবা শ্রীরাধাশ্যাম চিন্মাত্র সুন্দর
রহিয়া অশুচি সেই দেহের ভিতর
অরুন্তুদ দুঃখরাশি ভুগিছে নিয়ত।
করিতে তাহার সেই দুঃখ নিবারণ
পরোক্ষে দেহের সেবা করিছে ব্রাহ্মণ
৩০ সদাচারে পরিনিষ্ঠ, জ্ঞানে মহার্ণব,
করিছে বিদ্রূপ যারে প্রমত্ত দানব।

সুজলা সুফলা শ্যামা বঙ্গজননীর
অদ্বিতীয় বৈদান্তিক রসিক-শেখর
রসমূর্ত্তি চণ্ডীদাস, দ্বাদশ বৎসর
স্বচ্ছ সরসীর নীরে, সরসীর তীরে,

মৎস্য ধরিবার ছলে, দেখিল কেবল
কি কিশোরী রসমূর্ত্তি স্বচ্ছ নিরমল।
সে কিশোরী রসেশ্বরী সৃজিয়া সুন্দর
কি সুরস তপোমূর্ত্তি তপোবৃন্দাবন
৪০ স্বপ্নময়ী জ্যোতির্ম্ময়ী অঙ্গে আপনার,
দৈন্যভরা দুঃখভরা অপ্রীতি-আকর
শান্ত জগতের রূপ করিল বিলয়,
সুন্দর সে রসমূর্ত্তি কি মহিমাময়!
স্বচ্ছ সরসীর নীরে, সরসীর তীরে,
কি নগ্ন সৌন্দর্য্যরূপে পশিয়া হৃদয়ে
অলক্ষিতে, চণ্ডীদাসে করি আত্মহারা,
ঢালিয়া যাইত বামা অমৃতের ধারা!
যুগান্তে কহিল বামা শারদ প্রভাতে :—
"ঠাকুর! তুমি এ দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর
৫০ আসিয়া সকালে গৃহে ফিরিছ সন্ধ্যায়
প্রতিদিন, সদানন্দ সহাস্য বদন।
ধরিতে একটি মৎস্য এ সুদীর্ঘ কালে
নাহি দেখিলাম আমি একটিও দিন,
একি ভাব, তথাপিও স্ফূর্ত্তি সর্ব্বাঙ্গীন্!"
অপ্রাকৃত সেই স্বর, অমৃত নির্ম্মল,

পশিতে তৃষিত প্রাণে, ভাঙ্গিল অমনি
বন্ধন যুগান্তব্যাপী, উদ্বেল হৃদয়ে
উথলিল রসসিন্ধু ! উত্তরিল ধীরে
আত্মহারা চণ্ডীদাস, ভাবে নিমগন :—
৬০ "তোমার ওরূপ দেখি কিশোরী স্বরূপ
অবিনাশী অনুপম অমৃত নির্ম্মল।
শান্ত জগতের রূপ হইছে বিলয়,
আমার নিকটে সৃষ্টি নিশার স্বপন।
শোন রজকিনী রামি ! ও দুটী চরণ
শীতল জানিয়া আমি লইনু শরণ।
তোমার চরণস্পর্শে অমৃতের ধারা
ছুটিছে সিন্ধুর পানে প্লাবিয়া হৃদয়,
ডুবিছে সে সিন্ধুগর্ভে সমগ্র জগৎ।
সৃষ্টিছাড়া জগতের তুমি মহেশ্বরী,
৭০ কিশোর কিশোরী মূর্ত্তি আছে বক্ষে ধরি।
সামান্য একটি মাত্র হিল্লোলে যাহার
চণ্ডীদাস আত্মহারা হইছে এমন,
সে সৌন্দর্য্য-পারাবার বহিছে নিয়ত
শুচিতায় শুভ্রতায় নির্ম্মল প্রভায়
অঙ্গে যার, লভি স্ফূর্ত্তি তনুতায় তার

স্বতঃসিদ্ধ মহিমায় কি স্বর্গ সুন্দর,
নিষ্কম্প দীপের মত করিছে নিশ্চয়
একাগ্র তাঁহার চিত্ত, নিশ্চল হৃদয়,
জ্ঞানে যিনি মহাকাশ, বৈরাগ্যে ভূধর,
৮৩ ত্যাগে যোগী জীবন্মুক্ত, সংযমে ভাস্কর।"

সবিস্ময়ে কহে বামা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে :—
"তুমি যে ঠাকুর ক্ষিপ্ত পাগলের মত
ধরমে সরমে মোরে করিছ আহত।
আমার ধর্ম্ম ও কর্ম্ম, হৃদয় আমার,
নিশ্চয় জানেন তিনি যিনি অন্তর্য্যামী।"
"ভুল বুঝিয়াছ তবে" কহে চণ্ডীদাস :—
"কোটি ক্রিমিকীট প্রতি লোমকূপে যার,
রক্ত ও মাংসের দেহ অশুচি এমন
চিন্ময়ী অমলা প্রীতি যাঁচে না কখন।
৯০ চাহিতে ও অঙ্গপানে দেখিছে নয়ন
কি সৌন্দর্য্য, কি অমৃত, অদ্বয় নির্ম্মল।
স্বচ্ছ সরসীর নীরে, সরসীর তীরে,
কি নগ্ন সৌন্দর্য্যরূপে পশিয়া হৃদয়ে

অলক্ষিতে, চণ্ডীদাসে করি আত্মহারা
ঢালিয়া যেতেছ বামা অমৃতের ধারা;
তুমি মম আত্মস্মৃতি, আমার জীবন,
তুমি মম আত্মরূপ, প্রকৃতি আপন।
আত্মা যদি স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু আত্মজ্ঞান
অব্যয় ও নিত্যসিদ্ধ না হয় তেমন,
১০০ আত্মবিস্মৃতির মূলে মৃত্যু সুনিশ্চয়।
মৃত্যুরে করিয়া জয় জীবন-সংগ্রামে
বাঁচিয়া থাকিতে চাহে চিরদিন জীব
স্বভাবের প্রেরণায়। আত্মা নিত্যসিদ্ধ,
কিন্তু আত্মস্মৃতি; তার অত্যন্ত অভাব
মৃত্যুর স্বরূপ ভিন্ন নহে কিছু আর;
আত্যন্তিক অভাবের আছে চিরদিন
মৃত্যুরূপে ব্যবহার। একার্থে উভয়
প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে করে অভিনয়।
আছে আত্মা, নাহি স্মৃতি, তবে তার গতি
১১০ ঐ মৃত দেহের মত শোচনীয় অতি।
অপ্রমেয় আত্মস্মৃতি চিন্মাত্র সত্তার
নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত আত্মার জীবন,
আত্মস্মৃতিমূলে আত্মা পূর্ণ সনাতন।

তৃষিত মানব যথা পশি মরুভূমে
মৃগতৃষ্ণিকার ক্রূর কুহকে ভীষণ
হ'য়ে ওষ্ঠাগত প্রাণ, দুঃসহ তৃষ্ণায়,
পশি শেষে মরূদ্যানে সৌভাগ্যের বশে
সঞ্জীবিত করে প্রাণ সলিলে শীতল;
ব্রহ্মবিদ্যারূপী মুক্ত একাত্মবিজ্ঞানে
১২০ আমার তৃষিত প্রাণ করিতে শীতল,
সুগহন বেদারণ্যে পশিয়া তেমন
হইলাম অবসন্ন নৈরাশ্যে ভীষণ।
বাসনার দুর্ব্বিষহ রুদ্র তাড়নায়
বেদান্তের মরূদ্যানে প্রবেশিয়া শেষে
চণ্ডিকার অনুগ্রহে করি আবিষ্কার
সেই ব্রহ্মবিদ্যা, পুনঃ পাইনু জীবন।
তোমার নয়নে মুখে সর্ব্বাঙ্গে তেমন
দেখিলাম অভিরাম কি স্ফূর্ত্তি তাহার!
তুমি মম আত্মবিদ্যা, অদ্বয় অব্যয়,
১৩০ তোমাতে স্বরূপ মম করিয়া দর্শন
ভুলেছি অনাত্ম বিশ্ব, অনাত্ম জীবন।
ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী তুমি, তুমি মম প্রাণ,
তোমার সৌন্দর্য্য আমি করিয়াছি ধ্যান

বিশ্বেশ্বরী মাতৃরূপে হৃদয়-মন্দিরে,
তোমার চরণে করি আত্মসমর্পণ।
শোন তবে প্রেমময়ি! সৌন্দর্য্যে তোমার
ডুবিল অনাত্মবিশ্ব স্বপনের মত;
কৈবল্য-নির্ব্বাণ-সুখে তুমি অনুভূতি,
তুমি কৃষ্ণ শুদ্ধ ব্রহ্ম রসের মূরতি।
১৪০ ধরিয়াছে চণ্ডীদাস সৌন্দর্য্য তোমার
চিন্মাত্র হৃদয়ে তার চিন্মাত্র তৃষ্ণায়,
তুমি অমৃতের ধারা রুদ্র পিপাসায়।
এস তবে চ'লে যাই প্রেম-অভিসারে
নির্ব্বাণের পর পারে; চিন্মাত্র সত্তায়
তোমারে দেখিব আমি দেখিতে আমারে,
তুমি আমি অদ্বয়াত্মা প্রেম-পারাবারে।
রসিক-শেখর কৃষ্ণ, পরম করুণ,
লীলায় সে পুরাতন, নির্ব্বাণে তরুণ।
এই বেদবাক্যে যার সন্দিহান মন,
১৫০ আর্য্যঋষিবংশধর সে নহে কখন।"

উপেক্ষিত।

পাপ হ'তে অতি দূরে সৌন্দর্য্যের অন্তঃপুরে
সাধকের যিনি নিত্য সাধনার ধন ;
অবগাহি' তাঁর ধ্যানে, লভি' শক্তি অনুপম,
মরুভূমে মরূদ্যান সৃজিছে সে জন।
কঠোর তপস্যালব্ধ সঞ্জীবনী মহাশক্তি
গড়িয়াছে সযতনে সাম্রাজ্য বিশাল।
সাম্রাজ্যের পরিপুষ্টি, সমাজের অভ্যুদয়,
করিয়াছে ছিন্নতন্তু ছলনার জাল।
সত্যনিষ্ঠ মহামতি ব্যক্তিত্বের সাধনায়
১০ রাষ্ট্র ও সমাজতন্ত্রে করিতে সঞ্চার
শুভ্রজ্যোতিঃ পুণ্যালোক, ঢালিয়া দিয়াছে প্রাণ,
বহিছে সমাজে রাষ্ট্রে শান্তি-পারাবার।
প্রকৃতির এই স্তবে যান্ত্রিক সভ্যতামরু
সিন্ধুগর্ভে নিমজ্জিত সুপ্ত অচেতন
সুদূর স্বপ্নের মত রহিয়াছে অব্যাকৃত,
পারে নাই মরীচিকা করিতে স্ফুরণ।
উপপ্লুত নহে রাষ্ট্র দাসত্বের অনাচারে,
জীবনের লক্ষ্য মাত্র শুদ্ধ আত্মজ্ঞান।

বিলাসবিভ্রমে কভু সমাজের অধিকার
২০ নহে ক্ষুণ্ণ, রাষ্ট্রপতি স্বয়ং সত্যবান্।
সংযমের অগ্নিশিখা, বৈরাগ্যের অভিমান,
লুপ্ত করি জড়তার পূর্ণ অধিকার,
করিয়া দেহাত্মবুদ্ধি আভিজাত্যে অবনত,
প্রতিষ্ঠিছে সাম্যতন্ত্রে শক্তি আপনার।
অনাত্মবিদ্বেষবুদ্ধি করে জাবে অন্তর্মুখ;
আত্মবুদ্ধি-অভিজাত নগ্ন অভিমান
সুবৃত্ত বরেণ্য যারে করিয়াছে সর্ব্ব ক্ষেত্রে,
সর্ব্বত্র সে আপনারে দেখে মহীয়ান্।
সাবিত্রী নিয়তিসূত্রে উৎপশ্যমান চিত্তে
৩০ বৈধব্যের অভিমুখে করি অভিযান
অনাত্মার অধিপতি কালান্তকে ভয়ঙ্কর
করেছিল স্বপ্রভাবে স্তব্ধ ম্রিয়মাণ।
পুণ্যপ্রভা রসমূর্ত্তি অমৃতের অন্বেষণে
পাইল অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর সন্ধান।
অমৃতে পূরিল বক্ষঃ, আনত করিল যমে
অভিজাত বৈরাগ্যের নগ্ন অভিযান।
পুণ্যপ্রভা রসমূর্ত্তি বরেণ্যা সাবিত্রী সতী
আছে ধ্যানে আত্মহারা, ধ্যেয় সত্যবান্।

সাবিত্রীর রসমূর্ত্তি আস্বাদিল সত্যবান্
৪০ আত্মার করিতে গিয়া নিগূঢ় সন্ধান।
নগ্ন বিজ্ঞানের সহ সৌন্দর্য্যের অভিসার
অভিজাত জীবনের সংসিদ্ধি চরম।
আত্মগত ভালবাসা, নাহি স্বাতন্ত্র্যের রেখা,
ভাঙ্গিয়াছে সৃষ্টিতন্ত্রে ব্যক্তিত্বের ভ্রম।
নহে শুধু দেশ কাল, ব্যক্তিত্বের অবসানে,
অমূর্ত্ত সে রসে যার আছে আত্মহারা
ঊর্দ্ধদৃষ্টি শুদ্ধ প্রাণ, সম্ভোগে ও নিরন্তর
রহিবে অটুট তার যৌবনের ধারা।
সেখানেও ফুটে ফুল, সৌরভের পূর্ণতায়
৫০ সর্ব্ব অবয়ব তার লুকাইয়া যায়।
কিবা গন্ধ মনোহর, সর্ব্বগত সনাতন,
বিয়োগের নাহি ভয় চিন্মাত্র সত্তায়।
প্রেমময়ী প্রেমাস্পদ রসমূর্ত্তি রসার্ণব,
উভয়ের ধ্যানে মগ্ন র'য়েছে উভয়।
রসাত্মক পুষ্পশরে বিদ্ধ করি পরস্পরে
দেখিতেছে পরস্পরে স্বরূপে অব্যয়।
মরুভূমে মরীচিকা, কুহকিনী মনোরমা,
খর্ব্ব করি মনুষ্যত্ব সৃজিতে দানব

কুটিতেছে অতঃপর, প্রকৃতির নিম্ন স্তরে
৬০ সত্যের আলোকে সৃজি' মোহ অভিনব।
জড় বিজ্ঞানের রাজ্যে ঐশ্বর্য্যের আভিজাত্য
শোণিতমাংসের দেহে করিয়া স্ফুরণ
জরাগ্রস্ত সৌন্দর্য্যের সম্মোহিনী কৃত্রিমতা
ভোগমূঢ় চিত্তে নিত্য আছে অচেতন।
তরুণ তরুণী সবে বিলাসের অভিসারে
উন্মাদনা করি সৃষ্টি উদ্দাম সমরে
প্রবেশিছে রণাঙ্গনে, রাগমার্গে আছে তারা
অনাহত, পুষ্পশরে বিঁধি পরস্পরে।
পুষ্পশরে পঞ্চশরে আঘাতিয়া পরস্পরে
৭০ দেখিছে সতৃষ্ণ নেত্রে মধুর স্বপন
তরুণ তরুণী সঙ্ঘ, ভাঙ্গি' চূরি' পুরাতন
নব্য ভারতের মূর্ত্তি করিছে স্ফুরণ।
রসোল্লাসে রসোন্মাদে গ্রহণ করেছে ধরা
লীলায়িত প্রতিভার শ্রেষ্ঠ অবদান।
অতীতের ইতিবৃত্ত, সংযমের অগ্নিশিখা,
ফুটিবে না স্বপ্রভাব করিতে প্রমাণ।
রাষ্ট্রতন্ত্রে ধর্ম্মতন্ত্রে বিপুল সমাজতন্ত্রে
ধরিয়া ছলনাময়ী মূরতি সুন্দর

নব্য ভারতের শক্তি করিছে অনার্য্যমোহে
৮০ অনাবৃত প্রকৃতির রুদ্ধ অভ্যন্তর।
প্রকৃতির এই স্তরে সুপ্ত কৈশোরের বীজ,
অসংযত লালসার প্রখর কিরণ
বাল্যের করুণ বৃত্তি উন্মেষিছে অনুরাগে,
অকালে রক্তিম রাগে ফুটিছে যৌবন।
লুপ্ত কৈশোরের শক্তি যৌবনের অত্যাচারে;
অবগাহি' সৌন্দর্য্যের আলোকে নির্ম্মল
কৈশোর দেখে না স্বপ্ন, —জীবনের ঊর্দ্ধস্তরে
যৌবনের রুদ্র শক্তি অমৃত শীতল—।
প্রকৃতির এই স্তরে করিছে যে সংস্ফূর্ত্তি
৯০ উচ্ছলিত তরুণীর রূপ-পারাবার
লীলায়িত ভঙ্গিমায়, চকিতে যৌবনশক্তি
করে পঙ্গু, অভিলাষ থাকিতে অপার।
জীবনের ঊর্দ্ধ স্তরে, নির্ব্বাণের পর পারে,
আছে রস—সৌন্দর্য্যের শক্তি অনুপম—।
প্রেমময়ী প্রেমাস্পদ রসমূর্ত্তি রসার্ণব,
ঘুচেছে সম্ভোগে তার ব্যক্তিত্বের ভ্রম।
নহে শুধু দেশ কাল, ব্যক্তিত্বের অবসানে
অমূর্ত্ত সে রসে যারা আছে আত্মহারা

উৰ্দ্ধদৃষ্টি শুদ্ধ প্রাণে, সম্ভোগে ও তাহাদের
১০০ রহিবে অটুট নিত্য যৌবনের ধারা।
অতীতের যাহা কিছু উপেক্ষিত নব্য তন্ত্রে,
গ্রহণ করেছে সত্য কুহকের স্থান।
পঙ্গু যৌবনের শক্তি করেছে আশ্রয় তারে,
ছদ্মবেশে করিছে যে মহত্ত্বের ভাণ।
জড়ত্বের অভিনয় আসি আরো নিম্ন স্তরে,
তামসিক বুদ্ধি করি একান্ত বিহ্বল
সুরাপানে স্বেচ্ছাচারে, উচ্চ নীচে একাকারে
মৃত্যুর সদৃশ সাম্যে করিছে অচল।
এই স্তরে ধূলিরাশি অদ্রির আকারে ভাসি
১১০ রহিয়াছে সঙ্ঘবদ্ধ, প্রীতির স্বপন
মৃত্যুর করাল ছায়া করেছে অথর্ব্ব ছন্দে
মোহময়, সংজ্ঞাহীন করিয়া জীবন।
অর্থহীন শব্দরাশি পবনে উঠিছে ভাসি ;
চলিয়াছে সংজ্ঞাহীন মানব-সমাজ
অশান্ত বারিধিবক্ষে ক্ষুব্ধ তরঙ্গের মত,
প্রকৃতি ধরেছে নগ্ন গণিকার সাজ।
জরাগ্রস্ত ব্রাহ্মণের লুপ্ত যৌবনের শক্তি
উঠিবে ফুটিয়া যবে, আসিবে চ্যবন

ভাঙ্গিতে পাষাণস্তূপ, দেবত্বের আভিজাত্যে
১২০ গড়িতে বৈদিক ছন্দে মানব-জীবন।
পাপ হ'তে অতি দূরে সৌন্দর্য্যের অন্তঃপুরে
শুদ্ধসত্ত্ব সাধকের যিনি প্রিয়তম ;
অবগাহি' তাঁর ধ্যানে, লভি শক্তি অনুপম,
স্বর্গরাজ্য গড়িবে সে পুরুষ সত্তম।
অমৃতের মহাশক্তি বিশ্বতন্ত্রে মূর্ত্তিমতী,
মনুষ্যত্ব চিরদিন করি তার ধ্যান
উত্তরিবে ভবসিন্ধু, উত্তরিবে দেশ কাল,
লভিবে সে রসসিন্ধু, হবে গরীয়ান্।
নহে শুধু দেশ কাল, ব্যক্তিত্বের অবসানে,
১৩০ অমূর্ত্ত সে রসে নিত্য রবে আত্মহারা
ঊর্দ্ধদৃষ্টি শুদ্ধ প্রাণে, সম্ভোগেও নিরন্তর
১৩২ রহিবে অটুট তার যৌবনের ধারা।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য।

আলোকে আঁধার ভাসে, আলোকে বিলয়
অজ্ঞেয় স্বরূপ তার আসি দৃশ্যাকারে
জন্মাইছে মতিভ্রম, বিজ্ঞানে বিস্ময়।
সান্ধ্যাকাশে শুভ্র মেঘ সূর্য্যালোকে ভাসি,
ফুটিয়া রক্তিম রাগে, মহালক্ষ্মীমূর্ত্তি
ধরিয়াছে কি সুন্দর! ছড়াইছে হাসি
বিশ্বের আরতিমাঝে! উচ্চ শঙ্খধ্বনি
উঠিতেছে বিজ্ঞাপিয়া তার আগমনী।
বহিয়া কুসুমগন্ধ অতি মন্দ গতি
১০ সান্ধ্যানিল ধনদার করিছে আরতি।
রত্নরাজি-সমুজ্জ্বল কক্ষে মনোহর
সুকোমল সুবাসিত প্রসিত শয্যায়
প্রণয়ের রসোল্লাসে বরবর্ণিনীর
নবনীতনিন্দি চারু বাহুলতিকায়
রহিয়া বেষ্টিত মুগ্ধ সুখের স্বপন
দেখিতেছে ধনদার প্রসাদ-ভাজন।
প্রাকৃতিক এই দৃশ্যে প্রাকৃত জীবনে

উঠিছে বিপুল মোহ বরাঙ্গ সুন্দর,
প্রচুর পুলকে পূর্ণ করিয়া অন্তর।
২০ এখনও হয়নি সে সুখের জীবনে
বৎসরের অবসান। আজি কৃষ্ণ মেঘে
উঠিয়াছে সান্ধ্যাকাশে ঝটিকা ভীষণ,
হইতেছে মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুৎ-স্ফুরণ।
ধনদার উপাসক! ঝঞ্ঝা ভয়ঙ্কর
তোমার জীবনাকাশে উঠিছে তেমন
প্রলয়ের বিভীষিকা করিয়া স্ফুরণ।
তোমার সুখের শত্রু কালান্তক যম,
একি দৃশ্য মর্ম্মন্তুদ! আসি অকস্মাৎ
প্রাণপ্রতিমারে তব করিয়াছে গ্রাস
৩০ ক্রূর শার্দ্দূলের মত ক্ষুধায় ভীষণ।
জরাব্যাধি অকস্মাৎ আসিয়া তেমন
করিয়াছে হীনপ্রভ বরাঙ্গ তোমার
অরুন্তুদ শোকার্ত্তির প্রবল বন্যায়,
শয্যা তব কণ্টকিত তীব্র যন্ত্রণায়।

আলোকে আঁধার ভাসে, আলোকে বিলয়;

অজ্ঞেয় স্বরূপ তার আসি দৃশ্যাকারে
ঘটাইছে মতিভ্রম, বিজ্ঞানে বিস্ময়।
অতীতের সেই চিত্র কি বা সমুজ্জ্বল!
জ্ঞানমূর্ত্তি জ্ঞানগুরু আচার্য্য শঙ্কর
৪০ নির্ব্বাণের পর পারে করিতে প্রস্থান
আসিছে ফিরিয়া অই, কহিতে মানবে
তাহার স্বরূপতত্ত্ব, স্বরূপ-বিজ্ঞান।
জীবজগতের স্ফূর্ত্তি চিন্মাত্রে আত্মায়
শুক্তিতে রজতভ্রম, মোহ ভয়ঙ্কর,
চিৎ ও অচিতে কিবা সাদৃশ্য সুন্দর
শুক্তি রজতের মত! শাশ্বত চিন্ময়
আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম; ভাসিয়া এখন
জগৎ আনন্দরূপে মুহূর্ত্তেক পরে
নিরানন্দে পরিণত। নিত্য পরিণাম
৫০ অজ্ঞেয় স্বরূপ তার করিছে প্রমাণ,
আলোকে অজ্ঞেয় তম থাকি' বিদ্যমান।
আলোকের প্রতিমূর্ত্তি প্রদীপ্ত ভাস্কর
জ্ঞানগুরু জগদ্গুরু আচার্য্য শঙ্কর
আত্মতত্ত্ব আত্মবিদ্যা করিয়া প্রচার
বৈদান্তিকী প্রতিভায়, করিল প্রমাণ:—

"ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা, অজ্ঞেয় জগৎ
নির্ব্বিকল্প ব্রহ্মজ্ঞানে; চিন্মাত্র সত্তায়
জ্ঞেয় ব্রহ্ম নির্ব্বিকল্প, পূর্ণ সনাতন।
দৃশ্যরূপে জগন্মিথ্যা; চিন্মাত্র সত্তায়
৬০ জগতের ব্রহ্মরূপ অমৃত নির্ম্মল।
দৃক্‌রূপে জ্ঞেয় বিশ্ব, দৃশ্যরূপ তার
স্বরূপের অজ্ঞেয়তা করিছে প্রচার।
অজ্ঞেয়তা—অনবস্থা, কুহক নির্ম্মম—,
জড় বিজ্ঞানের স্রোতে সৃজিতেছে ভ্রম।
রজ্জুতে সর্পের মত ভাসিয়া আলোকে
আত্মায় জগৎভ্রম করি উৎপাদন
মোহিছে নির্ম্মম মায়া মানবের মন।
মায়িক জগৎ মিথ্যা—বিকল্পিত ভ্রম—,
ব্রহ্ম সত্য—আত্মরূপে সংস্থিতি চরম—।
৭০ জড়ত্বের অভিধান চিন্মাত্র সত্তায়
অনন্ত কালের তরে লুকাইয়া যায়।
অণুর হয়েছে সৃষ্টি, হবে আত্মজ্ঞান,
ভূতপ্রকৃতির যবে ঘটিবে নির্ব্বাণ।
ভাষাহীন জগতের যে রসানুভূতি
করিয়াছে রসজ্ঞের ব্যক্তিত্বের লয়

অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞানে, মাধুরী তাহার
চিদাকার বিজ্ঞানের স্বরূপ নির্ম্মল।
বিজ্ঞান বিজ্ঞেয় শুদ্ধ, অভিন্ন অদ্বয়,
অজ্ঞানের অন্তরালে স্বতন্ত্র উভয়।
৮০ অজ্ঞানের অন্তরালে বিজ্ঞান সুন্দর
শুক্তিতে রজতভ্রম, মোহ ভয়ঙ্কর।
—শুক্তিতে রজতভ্রম—,তাহার বিলয়
শুক্তিত্বের অনুভূতি করিছে নিশ্চয়।
শুক্তিজ্ঞানে শুক্তি জ্ঞেয়, অজ্ঞেয় রজত,
ব্রহ্মজ্ঞানে ব্রহ্ম জ্ঞেয়, অজ্ঞেয় জগৎ,
আনন্দের জ্ঞানে পায় নিরানন্দ লয়।
আলোকে আঁধার ভাসে, আলোকে বিলয়,
অজ্ঞেয় স্বরূপ তার আসি দৃশ্যাকারে
জন্মাইছে মতিভ্রম, বিজ্ঞানে বিস্ময়।

৯০ —আত্মবিজ্ঞানের তরে অনাত্ম জগৎ
হয় যদি উপেক্ষিত বৈরাগ্যে প্রবল,
ভারতের অধোগতি হইবে নিশ্চয়—,
এ অনার্য্যোচিত ভাব, হীন মতিভ্রম,

মূঢ় আর্য্য-সন্তানের শিরায় শিরায়
প্রবাহিত প্রতিক্ষণ। নহে আত্মজ্ঞান
অনায়াসলভ্য অই তুচ্ছ বৃক্ষফল,
ইচ্ছামত অনায়াসে প্রসারিয়া কর
যত ইচ্ছা করে তব করিবে গ্রহণ।
জীবন-সংগ্রামজয়ী বীরের হৃদয়
১০০ লইয়াছে বক্ষঃ পাতি কত বজ্রাঘাত,
একটি বিমুক্ত সঙ্ঘ করিতে স্থাপন,
সাক্ষী তার ইতিহাস, শঙ্কর-বিজয়।
কত বড় ধীশক্তির হয় প্রয়োজন
শক্তিশালী প্রতিকূল একটি হৃদয়
আনিতে স্বকীয় ভাবে, প্রভাবে অজয়,
পুণ্যপ্রভ ধর্ম্মরাজ্য করিতে স্থাপন,
মহাভারতের চিত্রে কর নিরীক্ষণ।
দেখ অই রামায়ণ! কি শিক্ষা তোমারে
দেয় নিত্য আপনারে জানিবার তরে।
১১০ মুক্তপ্রভ আত্মজ্যোতিঃ! একটি কিরণ
যদ্যপি পশিত কভু হৃদয়ে তোমার,
ছুটিত শোণিতরাশি শিরায় শিরায়
করিতে নরকে পুণ্য স্বর্গে পরিণত,

নির্ম্মম আসুর ভাব করি প্রতিহত।
ঐ প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রগুরু যারা,
দীক্ষাগুরু ক্ষত্রিয়ের, জ্ঞানের সম্পদে
গাড়ল সমৃদ্ধিশালী রাজ্য বৃহত্তম,
অভ্যুদয়ে অভ্রভেদী; ছিল সে ব্রাহ্মণ
বৈরাগ্যের রুদ্রমূর্ত্তি, সংযমে নির্ম্মম,
১২০ সামান্য ভিক্ষায় তৃপ্ত, জ্ঞানে অরিন্দম।
কে কোথায় আছ তবে মুমুক্ষু মানব!
জীবের মুক্তির পথ করিতে আবার
বাধাহীন নিষ্কণ্টক, ওরে ছুটে আয়
রণোন্মাদে, প্রলয়ের বাজায়ে বিষাণ,
না রবে নিষ্কাম চিত্তে নিবিড় অজ্ঞান,
১২৬ শুক্তিতে রজতভ্রম লভিবে নির্ব্বাণ।

রমণী

গভীরতা গাঢ়তায় কি বিশালতায়
সুমধুর সমুজ্জ্বল সুশুভ্র সুন্দর
স্বপ্রকাশ বরণীয় আলোক নির্ম্মল
লভি' স্ফূর্ত্তি আছে জ্ঞাত প্রকৃতি আপন।
মানবের অফুরন্ত অতৃপ্ত বাসনা,
আগ্নেয় গিরির মত লভিতে স্ফুরণ,
আকৃতিপ্রকৃতিগত পরশে যাহার
শুদ্ধ আত্মরতিরূপে হয় পরিণত,
সে রমণী; রমণীয় সত্ত্বায় তাহার
১০ ঐশ্বর্য্যে বিলাসে ভোগে বিচিত্র লীলায়
প্রমোদের হাসি কভু নাহি স্ফূর্ত্তি পায়।
সে রমণী; রমণীয় সত্তায় তাহার
আপাতসুন্দর ভোগ্য জগতের প্রতি
বৈরাগ্য লভিছে স্ফূর্ত্তি—মুক্ত পরিসর—,
বৈরাগ্যের প্রতীক্ ঐ ভোলামহেশ্বর।
কামিনীর লীলায়িত রক্ত অনুরাগ
আমোদ ও আহ্লাদের বিপুল তরঙ্গে

চাহিছে করিতে বিশ্ব অনিন্দ্য সুন্দর
রক্তিম অথর্ব্ব ছন্দে, বিস্ময়া রঙ্গে
২০ আমোদের আবরণে স্বরূপ আপন।
আমোদের আবরণে ব্যক্তিত্ব আপন
লীলায়িত বিশ্বক্ষেত্রে করিয়া স্ফুরণ
সুখসঙ্গে ক্রীড়ারঙ্গে বাঁধি আপনারে
রাগমার্গে বিচরণ করিছে মানব।
হ'তে পারে ঊর্দ্ধ গতি; প্রকৃতি অধম
নব রসে নিম্ন স্তরে লভিয়া বিকাশ
সুমার্জ্জিত ভাবে স্ফূর্ত্তি পায় পুনরায়
ঊর্দ্ধ স্তরে, প্রমোদের নগ্ন ভঙ্গিমায়।

তোমারে কাহার সাধ্য করে ক্ষুদ্রতম?
৩০ নহ গৃহে অবরুদ্ধা, নহ কভু দাসী,
গৃহ তব প্রতিমূর্ত্তি, অন্যে অধিবাসী।
রমণি! জননী তুমি, তুমি প্রণয়িনী,
আর্য্যসন্তানের গৃহে লক্ষ্মীস্বরূপিণী।
মাতৃস্নেহ অবনীর অতুল সম্পদ,
দুঃখতপ্ত সংসারের শান্ত মরূদ্যানে

বিধাতার অবদান, রমণী-হৃদয়ে
অনাবিল প্রণয়ের শক্তি সঞ্জীবনী।
মাতৃস্নেহ বক্ষে তব লভিয়া বিকাশ,
শুচিতায় শুভ্রতায় নির্ম্মল প্রভায়
৪০ হইয়া প্রবহমান সর্ব্বাঙ্গে তোমার,
হৃদয়ের অনুরাগ না করিত যদি
শুচিতায় সমুজ্জ্বল; মনুষ্যত্ব যারে
করেছে অপাপবিদ্ধ পুরুষ সত্তম,
সেই প্রণয়ীর চক্ষে হইত কি কভু
প্রণয়িনী-মূর্ত্তি তবে এতই সুন্দর?
অমৃতের সুখস্মৃতি ফুটিয়া সৌন্দর্য্যে
না খেলিলে বিদ্যুদ্দাম সুরস মধুর,
মনুষ্যত্ব যাইত কি এত বহু দূর
সৌন্দর্য্যের প্রেরণায় আত্মার সন্ধানে,
৫০ হইতে প্রবুদ্ধ শেষে মুক্ত আত্মজ্ঞানে?
প্রাচীন ভারতে ছিলে তুমি যে রমণী
কত বড় গৌরবের মুক্তপ্রভ মণি।
জ্ঞানে যিনি মহাকাশ, সংহারে ভীষণ,
রুদ্রতেজে ভয়ঙ্কর, অতৃপ্ত তৃষ্ণায়
ধরেছেন বক্ষোপরে তোমারে শঙ্কর,

কত বড় গৌরবের প্রতীক্ সুন্দর!
তোমার গুরুত্ব কত বীরেন্দ্র রাঘব
জানিতেন মর্ম্মে মর্ম্মে জীবনে আপন।
চির বিরহের তব প্রচণ্ড আঘাতে
৬০ হয়েছিল ছিন্নতন্ত্রী বীণার মতন
বিকৃত ও অকর্ম্মণ্য যাহার হৃদয়,
জানিতেন মর্ম্মে মর্ম্মে সেই রঘুপতি,
তোমার গুরুত্ব কত, প্রভাব কেমন,
তোমার শক্তিতে হয় বিশ্বের স্পন্দন।
জ্ঞানগুরু বশিষ্ঠের সত্যনিষ্ঠ মন
না করিলে স্বস্থ তাঁরে, লোকগুরু রাম
লভিতেন ক্ষিপ্তাবাসে একান্ত বিশ্রাম।
মুক্ত করি হৃদয়ের অবরুদ্ধ দ্বার
পারেন দেখাতে তিনি, বরেণ্য যে জন,
৭০ হৃদয়ের অভ্যন্তরে আছে বিদ্যমান
চিরদিন রমণীর কত উচ্চ স্থান।
রমণি! জননী তুমি, তুমি প্রণয়িনী।
পতিপুত্রে চিরদিন গড়িয়াছ তুমি
হৃদয়ের ভাব দিয়া কত বড় করি।
না পারি তাদের শক্তি করিতে ধারণা,

চিরদিন মনুষ্যত্বে করি অবহেলা,
জড় বিজ্ঞানের ধারা অভিমানে রোষে
চলেছে অথর্ব্ব ছন্দে নাচিয়া গর্জ্জিয়া।
সংযমের অগ্নিশিখা—সতীত্বের প্রভা—
৮০ করিয়া অথর্ব্ব শেষে শস্ত্রপাণি যমে
করেছিল সঞ্জীবিত পতিরে আপন,
হইল বিস্ময়াবিষ্ট দেবতা মানব।
তোমার গুরুত্ব কত, মহিমা কেমন,
জানিতেন সত্যবান্ মরমে আপন।

বিলাসের শতদল ফুটিছে নিয়ত
যেখানে গণিকালয়ে, করি বিকীরণ
নির্ম্মম রূপের মোহ সর্ব্বাঙ্গে আপন;
রাখি দূরে মনুষ্যত্ব পশিছে কামুক
মোহময় স্বপ্নময় সে ফুল্ল প্রসূনে
৯০ মত্ত মধুপের মত করিতে গুঞ্জন।
বজ্রগর্ভ জলদের আসি সন্নিকটে
পিপাসায় তৃষ্ণাকুল চাতক যেমন
সলিলের বিনিময়ে মৃত্যুর পরশে

উৎকট নৈরাশ্যমাঝে ত্যজিছে জীবন;
বিদ্যুদ্গর্ভ ছদ্মবেশী জলধররূপ
দেখিয়া তেমন, ক্ষুদ্র পতঙ্গের মত,
কামুক পুড়িয়া মরে সেই রূপানলে,
বিলাস-মন্দিরে যবে করি বহ্ন্যুৎসব
রূপের প্রভাবে তব, তুমি কি রমণী
১০০ পুষ্পাকীর্ণ মরুস্থানে নহ কুহকিনী?
গণিকার সে গৌরব, গুরুত্ব ভীষণ,
নিঃসহায় পথিকের মস্তক উপরে
নিদারুণ প্রাণঘাতী বিদ্যুৎ-স্ফুরণ।
গৌরবের অভিশাপে তুমি কি রমণী
স্বেচ্ছাচারে বর্ত্তমানে নহ কুহকিনী?
কেন আজি হে রমণি! পতিপুত্র তব
দাসত্বের রত্নহার পরিয়া গলায়
সগৌরবে, মনুষ্যত্ব করি বিসর্জ্জন,
চুম্বিছে অমৃতভ্রমে মৃত্যুর চরণ?
১১০ কামিনীর কামমুগ্ধ অসার হৃদয়
স্বেচ্ছাচারে যথা তথা প্রতিষ্ঠা ভীষণ
করিয়া অর্জ্জন এবে করিছে প্রসব
গৌরবের অভিশাপ; পতিপুত্র তার

দাসত্বের প্রতিষ্ঠায় অভিমানভরে
গৌরবের অভিশাপ কীরিটের মত
উন্নত মস্তকোপরে করিছে ধারণ।
যে রমণী চিরদিন সৌন্দর্য্যে অতুল
মনুষ্যত্ব করি সৃষ্টি দেবত্বে তাহার
করিয়াছে অবসান, কামিনীর রূপে
১২০ স্বেচ্ছাচারে বর্ত্তমানে আনিছে জগতে
মরত্বের প্রহেলিকা দীনার্ত্ত হৃদয়ে
জড়ত্বের প্রেরণায়! বিলাস বিভ্রমে
ভুলিয়া স্বরূপতত্ব আজি যে রমণী
১২৪ হইয়াছ স্বেচ্ছাচারে তুমি কুহকিনী!

কুহক

—চিরদিন কর্ম্মস্রোতে ভাসি' নিরন্তর
মরণের পর পারে করিছে প্রস্থান
সূক্ষ্ম দেহে সূক্ষ্মতম চিন্মাত্র কেবল
দেহ-ব্যতিরিক্ত যেই সত্তা সনাতন—,
জড় বিজ্ঞানের কাছে সুপ্ত কল্পনার
জাগ্রত বিলাসমাত্র সে তত্ত্ব মহান্।
নিয়ত প্রত্যক্ষদর্শী যে জড় বিজ্ঞান,
তার কাছে অতীন্দ্রিয় পরোক্ষ প্রমাণ
অকর্ম্মণ্য মস্তিষ্কের বিকৃত ব্যাপার।
১০ —নিত্য নব উদ্দীপনা দেহযন্ত্র যার
না পারে করিতে আর স্পন্দিত চঞ্চল
লীলায়িত কর্ম্মক্ষেত্রে উল্লাসে উদ্দাম,
অসার মস্তিষ্ক তার মুক্ত কল্পনার
বিচিত্র বিলাসমাত্রে রহিয়া বিহ্বল
নির্ম্মিতেছে শূন্যবক্ষে হর্ম্ম্য মনোরম—,
জড় বিজ্ঞানের ইহা সিদ্ধান্ত চরম।

তুমি জড় বৈজ্ঞানিক ! ব্যক্তিত্ব তোমার

একমাত্র সত্য যদি, নাহি মূলে তার
অন্য কিছু সত্তারূপে থাকে বিদ্যমান ;
২০ তোমার ব্যক্তিত্ব তবে কুহক ভীষণ,
কর্ম্ম তব ছলনার নির্ম্মম স্ফুরণ।
অতীতে ছিল না কভু, আছে বর্ত্তমানে,
থাকিবে না ভবিষ্যতে, যা কিছু এমন,
—নির্ঘাত ছলনামাত্র, কুহক ভীষণ— !
ঐন্দ্রজালিকের মত তুমি বৈজ্ঞানিক !
দুর্ভেদ্য কুহকজাল করিয়া বিস্তার
চিরদিন জ্ঞানহীন মানবে দুর্ব্বল
করিতেছ প্রতারিত, নির্জ্জীব বিহ্বল।
পড়িয়া কুহকজালে কত মুগ্ধ জন
৩০ দেখিছে জীবদ্দশায় মৃত্যুর স্বপন।
অতীতে ছিল না কভু, আছে বর্ত্তমানে,
থাকিবে না ভবিষ্যতে, যা কিছু এমন,
—নিদারুণ মায়ামাত্র, কুহক ভীষণ—,
মৃত্যুকে অমৃতরূপে করিছে খ্যাপন।

আছে যার পরিণাম তা হেন কখন

স্বপ্রকাশ স্বতঃসিদ্ধ সত্তা সনাতন।
যাহা কিছু মূর্ত্তমাত্র, জড় অচেতন,
দেশে কালে পায় স্ফূর্ত্তি, অবয়ব তার
হইয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিছে সৃজন
৪০ নির্ঘাত ছলনামাত্র, কুহক ভীষণ,
—জড় বিজ্ঞানের ধারা, মৃত্যুর স্বপন—।
নহে যাহা পরিণামী, নাহি রূপান্তর,
স্বপ্রকাশ স্বতঃসিদ্ধ সে সত্য সুন্দর।
যাহা কিছু পরিণামী, জড় অচেতন,
লভিয়া প্রকাশ সেই সত্তায় সুন্দর
সে সত্যের অনুরূপ করে প্রদর্শন
নিদারুণ মায়ামাত্র, কুহক ভীষণ।
স্বতঃসিদ্ধ সেই সত্তা মুক্ত আত্মজ্ঞানে
পাইয়াছে স্ফূর্ত্তি যবে, সে স্ফুরণে তার,
৫০ আলোকের দরশনে আঁধারের মত,
নির্ঘাত ছলনা আর কুহক ভীষণ
লভিয়াছে অবশেষে মৃত্যুর শরণ।

তুমি আঁধারের শিশু। অন্ধকারে তুমি

কিছুক্ষণ করি খেলা বিজ্ঞান-ধারায়,
আলোক-সত্তায় নিত্য রহিয়া বঞ্চিত,
নির্ম্মম ছলনা আর কুহক ভীষণ
অন্ধকারে আজীবন করিছ সৃজন।
মুক্ত আত্মজ্ঞানে চিত্ত রহিয়া অচল
আণবিক সূক্ষ্ম দেহ করিছে চিন্ময়।
৬০ আণবিক আবর্ত্তের আলোক-রেখায়
অমূর্ত্তের ইতিবৃত্ত, জড় বৈজ্ঞানিক!
পড়িলে নয়নে তব, চৈতন্যের কাছে
জড় বিজ্ঞানের ধার আছে চিরকাল,
নিশ্চয় হইত তার সূক্ষ্ম অনুমান।
অনলের কাছে যথা সলিল শীতল
উষ্ণতা করিয়া ধার সে শক্তিতে বারি
দগ্ধ করে আসে যাহা সংস্পর্শে তাহার;
যত জড় পদার্থের অথর্ব্ব প্রকৃতি
নিষ্ক্রিয় ও মুক্তপ্রভ চৈতন্যের কাছে
৬৫ চিদাভাস করি ধার করে আপনারে
সক্রিয় ও গতিশীল লভিতে বিকাশ;
নিস্তরঙ্গ সিন্ধুবক্ষে সমীর-সংস্পর্শে
উঠিতেছে পড়িতেছে বুদ্বুদ্ যেমন,

স্বপ্রকাশ চৈতন্যের স্ফূর্ত্তিতে তেমন
উঠিছে ফুটিয়া বিশ্ব, পাইছে বিলয়,
আধারে আধেয় নিত্য হইছে তন্ময়।
আছে যে অব্যক্ত সত্তা ব্যক্তিত্বের মূলে,
ক্রূর অভিমান আর রুদ্র অহঙ্কার
ছিন্ন করি স্বতঃসিদ্ধ সম্বন্ধ তাহার
৮০ সৃজিছে বিজ্ঞানরাজ্যে ঘন অন্ধকার।
অতীতে ছিল না কভু, আছে বর্ত্তমানে,
থাকিবে না ভবিষ্যতে, যা কিছু এমন,
নির্ম্মম ছলনামাত্র, কুহক ভীষণ,
৮৪ বিজ্ঞানের বিভীষিকা—মৃত্যুর স্বপন—।

শাক্যসিংহ।

নীরব নির্জ্জন কক্ষে নিশি দ্বিপ্রহরে
ধ্যানমগ্ন শাক্যসিংহ। ভাঙ্গিতে সে ধ্যান
আনন্দ নীরবে কক্ষে করিয়া প্রবেশ
শাক্যসিংহ-পদতলে লভিল আসন।
কহিলেন শাক্যসিংহ সম্ভাষিয়া তারে
স্নেহভরে, ভ্রাতঃ! লহ মম আশীর্ব্বাদ।
মহাপ্রস্থানের পূর্ব্বে জীবন-সন্ধ্যায়
মুক্ত করি অবরুদ্ধ হৃদয়ের দ্বার
নিকটে তোমার, দিব আত্মপরিচয়।
১০ আদিবুদ্ধ শাক্যসিংহ। এসেছে ভূতলে
কত বার কত রূপে। ভ্রাতঃ! যেই বেদে
প্রাণের প্রতিষ্ঠা তার, মর্য্যাদা যাহার
রাখিতে অপ্রতিহত, আসিয়া ভূতলে,
বহুবার নিঃক্ষত্রিয় করিল ধরণী;
এ জন্মে প্রামাণ্য তার করি অস্বীকার
বৈদিক ধর্ম্মের লোপ করেছে বয়
মর্ম্মস্পৃক্ শূন্যবাদে!

আনন্দ। উদ্দেশ্য কি তার ?
যে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং ভগবান্,
আসি শাক্যসিংহরূপে করিছে তাহারে
আঘাত কঠোরতম !

২০ শাক্য। উদ্দেশ্য কি তার ?
কেবা আছে কে বুঝিবে উদ্দেশ্য তাহার।
যে দিন বামনরূপে আসি ভূমণ্ডলে
বলিরে ছলনা করি লভিনু দুর্ণাম
কূটচক্রী, ছিল নাকি উদ্দেশ্য তাহার ?
যাগযজ্ঞে পশুহিংসা বৈদিক বিধান।
অমুত্র সুখের তরে যজ্ঞধূমরাশি,
নিদারুণ পশুহিংসা, সদা শূন্যে ভাসি,
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি বর্ষিছে ভীষণ
প্রাবৃটের সুনিবিড় জলদের মত,
৩০ কোথা সুখ ? কোথা শান্তি ? মৃত্যু ভয়ঙ্কর !
পশুহিংসা ভোগতৃষ্ণা স্বার্থপরতায়
হৃদয় হইছে শুষ্ক নির্ম্মম কঠিন।
না জানি বাসিতে ভাল আপনারে জীব,
গড়িতেছে ভ্রান্তিবশে ভেদের প্রাচীর,
হইতেছে হিংসামূলে মৃত্যুর অধীন।

বৈদিক প্রামাণ্যে করি কঠোর আঘাত
নিবারিব পশুহিংসা, করিব স্ফুরণ
মনুষ্যত্ব, আত্মশুদ্ধি যার পরিণতি।

আনন্দ। বৈদিক ধর্ম্মের মূলে করিলে আঘাত,
৪০ নাস্তিকতা মহাপাপ, অধর্ম্ম পিশাচ,
করিবে তাণ্ডব নৃত্য নিত্য ভূমণ্ডলে,
মানবের সর্ব্বনাশ হইবে ভীষণ।

শাক্য। মিথ্যায় হয়েছে ভ্রাতঃ! যবে সত্যভ্রম,
আপনার সর্ব্বনাশ করিছে মানব।
শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ তন্মাত্রায়
দৈর্ঘ্য প্রস্থ গভীরতা আকর্ষ গুরুত্ব
ধর্ম্মরূপে আছে সুপ্ত! সূক্ষ্ম অহঙ্কার
আপনারে করি মূর্ত্ত বিজ্ঞান-ধারায়,
বিকল্পিত জগদ্রূপে, স্থূল অবয়ব
৫০ করিছে বাসনাবশে পরিস্ফুট তার
মানস বিলাসক্ষেত্রে, বিজ্ঞানের ধারা
অলাতচক্রের মত ধাঁধিয়া নয়ন
সৃজিতেছে দৃষ্টিভ্রম। বিমর্ষ চেষ্টায়
আপনার অভ্যন্তরে অহঙ্কার যবে
লুকাইতে আপনারে করে সংহরণ

জন্মব্যাধি-মৃত্যুসিক্ত মূর্ত্ত চরাচর,
শূন্য আসি করে লুপ্ত দৃশ্য নিরন্তর।
সম্বিদে ভাসিছে শূন্য, যাইছে সরিয়া
জন্মব্যাধিমৃত্যুছায়া। চিত্ত-শুদ্ধিতরে
৬০ করিয়া নিষ্কাম যজ্ঞ সুবৃত্ত মানব
মহাশূন্যবোধিসত্ত্বে লভিত নির্ব্বাণ,
মনের বিনাশহেতু ফিরিত না আর।
বিষাদিনী তমাস্বিনী চিত্তবৃত্তিমাঝে
ক্রূর পশুহিংসাবৃত্তি লভিয়া স্ফুরণ,
অমুত্র সুখের তরে ভুলি আপনারে,
নিষ্কাম বৈদিক যজ্ঞ করিছে নির্ম্মম।
যে সুখের আছে শেষ, আছে যার নাশ,
সে সুখে মুগ্ধ যে জন, আসিয়া অজ্ঞান
তাহারে করিছে গ্রাস, অজ্ঞাত সত্তায়
৭০ তমোবোধ শূন্যরূপে রহে বিদ্যমান।
মানব-নিয়তি—শূন্য—নিবিড় বিষাদ,
নিরীশ্বর শূন্য গতি।

আ। শূন্য তবে সব!

অধর্ম্ম ও নাস্তিকতা সমগ্র জগৎ
করিবে প্লাবিত তবে, হইলে প্রচার

তোমার এ ধর্ম্ম দেব! মহাশূন্য যদি
তপোনিষ্ঠ মানবের নিয়তি ভীষণ,
তপস্যায় নৈরাশ্যের গাঢ় অন্ধকার
করিবে যে প্রতিষ্ঠিত স্বীয় অধিকার।
শাক্য।—মহাশূন্য—বোধিসত্ত্ব। বিজ্ঞান-ধারায়
৮০ ফুটিয়াছে দৃশ্যমান্ বিশ্বচরাচর।
বোধিসত্ত্বে প্রাগভাব রয়েছে ইহার,
ধ্বংসপ্রতিযোগহেতু মিশি বোধিসত্ত্বে
করিতেছে আপনার মিথ্যাত্ব প্রমাণ।
ঘট কুম্ভ শরাবাদি, আছে মৃত্তিকায়
যাহাদের প্রাগভাব, ধ্বংসপ্রতিযোগী
সে সকল, নাহি হবে অন্যথা কখন।
ঘট কুম্ভ মৃত্তিকায় মিশিবে যখন,
নামরূপ হইবে যে বাঙ্মাত্র কেবল।
মৃত্তিকা কেবল সত্য, মিথ্যা নামরূপ,
৯০ অজ্ঞানের উপচার, আপাতমধুর।
রজ্জুতে ভুজঙ্গভ্রান্তি, শুক্তিতে রজত,
বোধিসত্ত্বে জগদ্ভ্রান্তি হইছে তেমন।
মানস বিলাসমাত্র জগৎ বিভ্রম,
দৃষ্ট ও বিনষ্ট, যেন ত্রিবিধ স্বপন,

অলাতচক্রের মত ধাঁধিয়া নয়ন
জন্মাইছে দৃষ্টিভ্রম, বিজ্ঞানে বিস্ময়।
বাঙ্মাত্র অমুত্র সুখ, পশুহিংসামূলে
যজ্ঞ আর যজ্ঞেশ্বর বাঙ্মাত্র কেবল।
চিত্তশুদ্ধিতরে ছিল সার্থকতা যার,
১০০ করেছে বাঙ্মাত্র সুখ তারে অধিকার।
আনন্দ। যদি এই মহাধর্ম্ম প্রচারের ফলে
কুহেলিকা লভি স্ফূর্ত্তি মানব-হৃদয়ে
অধর্ম্ম ও নাস্তিকতা করে পরিস্ফুট,
পাপের করাল ছায়া আসিয়া ভারতে
নৈরাশ্যের হাহাকারে করে মুখরিত
ভূমণ্ডল, ভাবি তার ঘোর পরিণাম,
আনন্দ মৃত্যুর অঙ্কে যাচিছে বিরাম।
শাক্য। অখণ্ড অদ্বয় নিত্য বোধশক্তিরূপে
যেই নিরাকার আত্মা আছে বিদ্যমান,
১১০ অনির্ব্বচনীয়া শক্তি আত্মভূতা তার,
—সনাতনী মহামায়া—; সর্ব্বজ্ঞতা যার
অনাদি নিরতিশয়। প্রভাবে তাহার
কত রাম কৃষ্ণ বুদ্ধ ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র
চিদাকাশে চিদাভাসে লভিয়া স্ফুরণ

অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত, প্রদীপ্ত প্রভায়
আলোকিয়া চরাচর, নিমেষে লুকায়;
কে করিবে প্রতিহত উদ্দেশ্য তাহার ?
আনন্দ! আনন্দ! আমি জানি সুনিশ্চয়,
মহা বিপ্লবের শেষে আসিবে ভারতে
১২০ জ্ঞানমূর্ত্তি দীপ্ত এক কিশোর সুন্দর
বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার তরে।
জ্ঞানমূর্ত্তি সে বালক ভাস্করের মত
করিবে প্রদীপ্ত যবে সুনীল অম্বর
ভারতের, জগতের মহা অভিশাপ,
অবৈদিক যাহা কিছু, আঁধারের মত
তাহার আলোকপাতে হবে প্রতিহত।
অতুল অভূতপূর্ব্ব প্রতিভায় তার
হইবেন পরিস্ফুট পূর্ণ ভগবান্।
করিতে প্রস্তুত আমি কর্ম্মক্ষেত্র তার
১৩০ এসেছি খনিত্রপাণি শ্রমিকের মত।
মহা বিপ্লবের শেষে বক্ষে বসুধার
আপনি উঠিবে গড়ি' কর্ম্মক্ষেত্র তার।
আনন্দ। দেও যদি প্রতিশ্রুতি, তুমিই আবার
আসিবে ভারতে পুনঃ করিতে নির্ম্মূল,

ভাঙ্গিবারে আপনার স্বেচ্ছাকৃত ভুল,
বিষবৃক্ষরূপে যাহা লভিবে প্রসার,
আমি তবে এই ধর্ম্ম করিব প্রচার।

শাক্য। জ্ঞানমূর্ত্তি সে কিশোর আসিবে নিশ্চয়,
অদ্বিতীয় ও অপূর্ব্ব প্রতিভায় যার
১৪০ হইবেন প্রতিষ্ঠিত পূর্ণ ভগবান্।
করিতে প্রস্তুত আমি কর্ম্মক্ষেত্র তার
স্থজিয়াছি বিপ্লাবন বক্ষে বসুধার।
বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃ করিতে উদ্ধার,
ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার তরে,
আসিব ব্রাহ্মণরূপে নহে অসম্ভব,
১৪৬ এ ধর্ম্মের সেই ধর্ম্ম পূর্ণ অবয়ব।

আর্য্যশক্তি।

হইয়াও দিগ্বিজয়ী মোহ ভয়ঙ্কর
সৃজিছে রাক্ষসী ক্ষুধা, অতৃপ্ত পিপাসা,
ফুটিছে মিথুনরাগে অথর্ব্বের ভাষা।
বিজয়ীর পদতলে রাখিয়া মস্তক
ঋদ্ধিমান্ সুখজীবী মোহান্ধ মানব,
ঋদ্ধিহীন বুদ্ধিজীবী নিঃসহায় জনে
মনে করি বুভুক্ষিত কুক্কুরের মত,
বিলাসে সম্ভোগে সুখে রহিছে মগন।
মরীচিকা-সরোবরে মরালগামিনী
১০ সুন্দরীর অঙ্গরাগে রহিয়া বিহ্বল
বিমুগ্ধ মরাল সুখে করিছে গমন,
মন্দ্রিছে বিদ্যুৎ ঊর্দ্ধে, না দেখে নয়ন।
ঋদ্ধিহীন বুদ্ধিজীবী, প্রজ্ঞা ঋতম্ভরা,
দিয়াছে তাহার দ্বারে আপনারে ধরা।
শৃঙ্খলিত বুভুক্ষিত কুক্কুরের মত
ঋদ্ধিমান্ করি তারে অবজ্ঞা ভীষণ
কি আশায় কি উৎসাহে নির্ম্মিয়াছে বাসা,
উঠিছে মিথুনরাগে অথর্ব্বের ভাষা।

ফুটিছে মিথুনরাগে অথর্ব্বের ভাষা,
২০ বিজয়ার পদতলে রাখিয়া মস্তক
কি আশায় কি উৎসাহে বাঁধিয়াছে বাসা।
জগতের কোথায়ও নাহি যার স্থান,
উঠিতেছে চারিদিকে মৃত্যুজিহ্ব বাণ
যার বিনাশের তরে, প্রজ্ঞা ঋতম্ভরা,
হাসিতে হাসিতে হয় মরিতে কেমনে,
কহিছে তাহার তত্ত্ব অব্যক্ত ভাষায়
ঋদ্ধিহীন বুদ্ধিজীবী সেই দুঃস্থ জনে।
অনাদি অসংখ্য কত অজ্ঞানের ধারা
বিজ্ঞানের ছদ্মবেশ করিয়া ধারণ,
৩০ আবৃতিশক্তিতে করি চিন্ময় স্বরূপ
সমাবৃত, দৃশ্যমান্ বিশ্বচরাচর
বিক্ষেপশক্তিতে তার করেছে স্ফুরণ,
সৃজিয়াছে শমনের সাম্রাজ্য ভীষণ।
ওরে অমৃতের শিশু! অমৃত সুন্দর
মৃত্যুরে দিয়াছে রূপ সত্তায় আপন,
মৃত্যুরে দিয়াছে শক্তি বিচিত্র ধারায়,
আঘাতিয়া পরস্পরে করিতে স্ফুরণ
মর্ত্ত্য জগতের রূপ—বিশ্বচরাচর—।

অমৃত স্বরূপে তব প্রজ্ঞা ঋতম্ভরা
৪০ আসিয়া দিয়াছে আজি আপনারে ধরা,
—কে বাঁচে কে মরে—তার চিত্রি' ইতিহাস
আত্মগত অজ্ঞানের করিতে নিরাস।
অমৃত স্বরূপে তব প্রজ্ঞা ঋতম্ভরা
কহিতেছে দিয়া আজি আপনারে ধরা,
কেমনে মৃত্যুর হাসি, অধর মধুর,
অমৃতের আকর্ষণে করিয়া চুম্বন,
মরিয়া পাইতে হয় শাশ্বত জীবন।

বিলাসিতা! মাদকতা! ভোগবিহ্বলতা!
এযে আজি উর্ণনাভ পাতিয়াছে জাল,
৫০ পড়িয়াছে ছড়াইয়া সর্ব্বত্র সমান।
ফুটিছে মিথুনরাগে অথর্ব্বের ভাষা;
বিজয়ীর পদতলে রাখিয়া মস্তক,
ঋদ্ধিহীন বুদ্ধিমান নিঃসহায় জনে
অবজ্ঞায় উপেক্ষায় বিতাড়িয়া দূরে,
আপনারে নিরাময় ভাবিছে সে মনে।
ওরে অমৃতের শিশু, অনৃদ্ধ সন্তান!

অর্দ্ধাশন, উপবাস,—কঠোর সংযম—,
এতদিন কর্ম্মসূত্রে করিয়া বরণ,
মৃত্যুরে ধরিয়া বক্ষে, চুম্বিয়া অধর,
৬০ এখনও শিখিলে না হইতে শীতল?
রজনীর অন্ধকারে ভোগমূঢ় প্রাণে
ঊর্ণনাভ বিলাসের পাতিয়াছে জাল,
ঋদ্ধিহীন বুদ্ধিজীবী নিঃসহায় জনে
ধ্বংস করি পশুবলে, করি তার লয়,
মস্তিষ্কবিহীন মূঢ় শ্রমজীবী সহ
সুখজীবী ঋদ্ধিমানে দিতে পদাশ্রয়।
ওরে অমৃতের শিশু, অনৃদ্ধ সন্তান!
আসিয়া প্রভাতে আজি প্রজ্ঞা ঋতম্ভরা
দিয়াছে তোমার কাছে আপনারে ধরা।
৭০ ক্ষুদ্র জীবনের মোহ, ঐহিকের সুখ,
উপেক্ষার সিন্ধুনীরে দিয়া বিসর্জ্জন,
মৃত্যুকে ধরিয়া বক্ষে করিয়া চুম্বন,
ঊর্দ্ধদৃষ্টি শুদ্ধ প্রাণে দিয়া রসাতলে,
ছুটে আয় ঊর্দ্ধ লোকে, তৃষ্ণা-ব্যাধি-জরা
নাহি যথা, বাজে শুধু বীণা সপ্তস্বরা।
দৃষ্টি তথা সৃষ্টি ছাড়া, অখণ্ড নির্ম্মল;

অণুতে অণুতে বিশ্ব উঠিছে ফুটিয়া,
অণুতে অণুতে স্ফূর্ত্ত রসিকশেখর
বংশীধারী, কি মধুর বাঁশরীর স্বর!
৮০ অণুতে অণুতে মূর্ত্ত কত বৃন্দাবন,
উজান বহিছে নিত্য যমুনার জল,
কালিন্দীর নীর কিবা স্বচ্ছ নিরমল!
অণুতে ফুটিছে বিশ্ব, তনুভায় তার
অখণ্ড অমৃতসিন্ধু—মুক্ত পারাবার—!
ছুটে আয় অমৃতের অনৃদ্ধ সন্তান!
নাহি তথা পশুবল, তমসার জাল,
আর্য্যশক্তি রসমূর্ত্তি, অণোরণীয়ান্,
৮৮ ছুটে আয় অমৃতের অনৃদ্ধ সন্তান!

শাস্ত্রবিধি ।

কামিনীর কমনীয় রূপের মাধুরী
উষ্ণ মদিরার মত পশিয়া হৃদয়ে
করে দীপ্ত মানসিক প্রবৃত্তিনিচয়
কামনার রক্তরাগে ; বিলাসে বিলোল
হৃদয়ের সপ্ততন্ত্রী বাজে অনুরাগে ।
মদিরাবিহ্বল চিত্তে স্বপ্ন মনোহর
প্রকৃতির নানা সুরে জাগে বহুতর ।
মোহমুগ্ধ অভিশপ্ত মানবের মন
কামিনীর কমনীয় সান্দ্র প্রকৃতির
১০ ললিত লাবণ্যে ভাসি আসিয়াছে শেষে
জরা-ব্যাধি-মরণের অন্তিম শয্যায়
মর্ম্মভেদী হাহাকারে । কর্ম্ম নিদারুণ
ভূতপ্রকৃতির মাঝে করেছে জাগ্রত
নক্তচারী অবস্থার বেদনা দুর্জ্জয় ।
সে সুখের পরিণতি—তীব্র অবসাদ—
গুরু ভারে বক্ষঃস্থল করি নিষ্পীড়িত,
মৃত্যুর তুহিনস্পর্শে করে অনুক্ষণ
নৈরাশ্যের অন্ধকারে নিষ্প্রতিভ মন ।
নাহি ফুটে ক্ষীণালোক একটি খদ্যোত

২০ তমসার অভ্যন্তরে, করিতে নির্দ্দেশ
ব্রহ্মপ্রকৃতির স্তরে তাহার স্বরূপ,
নিরাশার অন্ধকারে করিয়া সঞ্চার
আশার ক্ষণিক জ্যোতিঃ, ক্ষুদ্র শক্তি তার।
একি বিধাতার লীলা? বিলাস-বিভ্রম!
অথবা কি জীবাত্মার অদৃষ্ট নির্ম্মম?

নীরাবাসে ক্ষুদ্র মীন করিয়া বসতি
লভিতেছে জীবনের পূর্ণ পরিণতি।
পয়োধির যে প্রবল প্রবাহ ভীষণ
শক্তিশালী গজরাজে নেয় ভাসাইয়া
৩০ দেশান্তরে অতি ক্ষুদ্র তৃণের মতন;
সে স্রোতের প্রতিকূলে যায় অনায়াসে
ক্রীড়াচ্ছলে ক্ষুদ্র মীন মনের উল্লাসে।
নিষ্করুণ তরঙ্গের প্রচণ্ড প্রহারে
বিলোড়িত জর্জ্জরিত প্রমত্ত বারণ
প্রতিকূল প্রকৃতির বিজয়-উৎসবে
আপনারে নিঃসহায় দেখিছে ভীষণ।
বিভিন্ন বর্ণের ধারা বিভিন্ন স্বভাবে
দেখিয়াছে উদ্গীথের প্রথম স্বপন

ভূলোকে, পূর্ণতা যার দূর একার্ণবে।
৪০ যে ধারায় জন্ম যার, তাহার প্রকৃতি
ছুটিয়াছে দ্রুত বেগে স্বাভাবিক গতি
ভবজলধির বক্ষে লক্ষ্যে আপনার,
স্বধর্ম্মে সিদ্ধির তরে পূর্ণ অধিকার।
অবিদ্যার মোহে ডুবি ক্রূর অভিমানে
বলদৃপ্ত মূঢ়বুদ্ধি করিতে গমন
প্রকৃতির প্রতিকূলে, প্রবাহে প্রবল
মত্ত মাতঙ্গের মত যাইছে ভাসিয়া
তরঙ্গিত সিন্ধুবক্ষে তৃণের মতন।
—যে বর্ণে যাহার জন্ম, সে বর্ণ-ধারায়
৫০ চলিয়া মানব মুক্তি পাইবে নিশ্চয়—,
অভ্রান্ত এ বেদবাণী—ধর্ম্ম সনাতন—।
আসি যদি ভগবান্, তুচ্ছ ক্ষুদ্র নর,
স্বতঃসিদ্ধ এ বিধির করে অপলাপ,
ভারতের শ্রুতি স্মৃতি, ধর্ম্ম সনাতন,
করিবে অবজ্ঞাভরে তারে প্রত্যাখ্যান,
ভারতের অঙ্কে তার নাহি হবে স্থান।
ভগবান্ রহে দূরে, আরতির সুরে
আসে শুদ্ধ প্রতিভায়, চিন্মাত্র আসন

বিজ্ঞানের অভ্যন্তরে করিতে গ্রহণ।
৬০ —এই যদি শাস্ত্রবিধি, প্রতিজ্ঞা অচল—,
শাস্ত্রবিধি-অনুসারে তপস্যা কঠোর
কর যদি শুদ্ধাচারে, শুদ্ধ অনুরাগে
হয় যদি প্রস্ফুটিত মানস-প্রসূন,
কোথা যায় ভগবান্, হৌক্ নিষ্করুণ?
নির্ম্মমতা ঔদাসীন্য স্বভাব তাহার,
থাকে বশে যদি তারে কর আপনার।
অকরুণ উদাসীন চিন্মাত্র কেবল
জীবন্মৃত ভগবানে শুদ্ধ ভালবাসা
করিয়াছে সঞ্জীবিত, অমৃত সুন্দর;
৭০ নির্ব্বিশেষ সত্তা সহ মিশিয়া আপনি,
করাইয়া স্বরূপের রস আস্বাদন,
ঢালিয়াছে আত্মজ্ঞানে সুধা সঞ্জীবনী।
জীবত্বের যবনিকা সরাইয়া দূরে,
ব্রহ্মাত্মরূপের মাঝে ভগবত্তা তার
প্রতিষ্ঠিতে শুদ্ধাচারে, শ্রুতি চিরদিন
স্নেহামৃতস্বরূপিণী জননীর মত
আসিয়া জীবের কাছে, দিয়া এ সন্ধান,
৭৮ করিয়াছে অবশেষে অন্ধে চক্ষুষ্মান্।

সৌন্দর্য্য।

চরমে থাকে না রূপ, অরূপে সৌন্দর্য্য ভাসে,
স্ফূর্ত্তি তার দীপ্তি মাত্র, স্বতন্ত্র মধুর,
প্রলয়ের সাক্ষী শুধু; ল'য়ে প্রতিবিম্ব যার
ফুটে রূপ, লভে জন্ম, যায় বহুদূর।
রূপের সাম্রাজ্য মাঝে যে প্রকৃতি অধীশ্বরী,
প্রলয় রাত্রিতে তার বিষাদ গভীর
দিল রূপ-উপাসকে মৃত্যুরূপ উপহার,
সে অপ্রত্যাশিত দানে করিয়া অধীর।
বিলাসের শতদল যেখানে গণিকালয়ে
১০ আছে ফুটি' রূপরাশি করি' বিকীরণ,
রাখি দূরে মনুষ্যত্ব যাও তথা হে কামুক,
মত্ত মধুপের মত করিতে গুঞ্জন।
জরা ব্যাধি মরণের মর্ম্মভেদী হাহাকার
সে রূপের অধীশ্বরী স্বজিবে যখন,
নিষ্ক্রিয় হইবে প্রাণ, বিস্ময়ে ডুবিবে মন,
জীবনের তরে শুধু আকুল ক্রন্দন।
জীবন সৌন্দর্য্য তবে? নিত্য তার আকর্ষণ!
পড়িয়া চরণে যার লভিয়া স্ফুরণ

চাহে রূপ চিরদিন সৌন্দর্য্য করিতে সৃষ্টি,
২০ সৃষ্টি শুধু মোহ মাত্র, মৃত্যু সে কারণ।
অরূপ জীবন তবে? নিত্য তার আকর্ষণ!
রূপ তথা অপ্রকাশ, মোহ পায় লয়;
জীবনের সে সৌন্দর্য্য করিছে যে উপলব্ধি,
সেও যে জীবন মাত্র—সৌন্দর্য্য অক্ষয়—।
সৌন্দর্য্য জীবনকৃষ্ণ, অশোক অমর সত্ত্ব,
চে'য়ে ছিল রূপ তারে করিয়া বঞ্চনা
মোহময় মরত্বের সৃজিতে সাম্রাজ্য এক,
—ক্রূরতার স্মৃতিস্তম্ভ, তিক্ত উদ্দীপনা—।
কুরুক্ষেত্রে রণক্ষেত্রে হ'য়েছিল সমবেত
৩০ রূপের পশ্চাতে রূপ, রূপ অগণন,
ক্রূরতার মদগর্ব্বে সৌন্দর্য্য করিতে সৃষ্টি,
নিষ্প্রভ ও অবসন্ন করিয়া জীবন।
অশোক অমর সত্ত্ব, প্রদীপ্ত তনুভা মাত্র,
শাশ্বত জীবন তবে সৌন্দর্য্য কেবল?
প্রজ্ঞাচক্ষে ধনঞ্জয় সে তনুর অভ্যন্তরে
দেখিল জীবনকৃষ্ণ—অমৃত শীতল—।
অচ্ছেদ্য অদাহ্য আর অশোষ্য অক্লেদ্য তার
মহনীয় আত্মরূপ চাহিল সে দিন

ভাঙ্গি চূরি জড়তার দুর্ভেদ্য প্রাচীর রাশি
৪০ স্বতন্ত্র স্বরাট্‌রূপে স্ফূর্ত্তি সর্ব্বাঙ্গীন্ ।
অনার্য্যের অনাচার সৃজিয়া রূপের মোহ
ক্লীবত্বে করিয়া পূর্ণ পার্থের হৃদয়
করেছিল ধর্ম্মভ্রষ্ট । দেখিয়া তনুভা মাত্র
মহা ধনুর্দ্ধর শেষে সেই ধনঞ্জয় ।
সহস্র সহস্র তনু বিদ্ধ করি' তীক্ষ্ণ শরে,
স্মরিয়া তনুভা মাত্র চাহি কৃষ্ণপানে,
বীরেন্দ্র-কেশরী পার্থ হ'ল দ্রুত অগ্রসর,
হইতে অশোক মুক্ত লীলা-অবসানে ।
অশোক তনুভা মাত্র কৃষ্ণব্রহ্ম সনাতন,
৫০ শুদ্ধ স্বাতন্ত্র্যের মূর্ত্তি, অনাদি জীবন,
প্রতিভায় অভিষিক্ত ; সে দিকে পড়িতে দৃষ্টি
পার্থের অনার্য্যোচিত ভাঙ্গিল স্বপন ।
সৌন্দর্য্যের মহিমায় ভুলিয়া প্রাকৃত সুখ
অশিব তত্ত্বের পার্থ করিতে নিরাস,
সহস্র সহস্র তনু বিনাশিল তীক্ষ্ণ শরে,
ভারতের গীতাধর্ম্ম হইল প্রকাশ ।
ভারতের আর্য্যজাতি ! রূপের জলধি-বক্ষে
নির্ম্মল আলোক অই গড়াইয়া যায়

স্থষ্টিহীন অরূপের অলক্ষিত শান্ত ভাব

৬০ করিবারে উপলব্ধি মুক্ত চেতনায়।

আর্য্য বলি' আছে গর্ব্ব, মূঢ়তার অবসাদে

দৃষ্টি নাহি উঠে উর্দ্ধে ভেদি' জড়তায়।

ভাঙ্গিয়া রূপের মোহ সেই শান্ত সৌন্দর্য্যের

পেয়েছ কি পরিচয় স্বীয় প্রতিভায়?

সৌন্দর্য্য অদ্বৈত তত্ত্ব শিবত্বের প্রতিষ্ঠায়,

নাহি স্থষ্টি স্থিতি লয় বৈষম্য তথায়।

জীবনের মহাসিন্ধু সাম্যে পায় সদা স্ফূর্ত্তি,

বৈষম্যের শেষ বিন্দু লুপ্ত চেতনায়।

ঈশিত্ব বশিত্ব যত আছে বিশ্ব স্থষ্টিমূলে,

৭০ অতি তুচ্ছ সে সকল তার তুলনায়।

সৌন্দর্য্যে সকলি এক, পরিপূর্ণ আত্মজ্যোতিঃ

ভাসিতেছে নির্ব্বিকল্পা চিন্মাত্রা প্রজ্ঞায়।

মোহমুগ্ধ আর্য্যজাতি! সৌন্দর্য্য তোমার ধর্ম্ম

শিবত্বের প্রতিষ্ঠায়! শান্তি নাহি পাবে

বৈষম্যের অভ্যন্তরে; অনাচারে হবে মৃত

প্রজ্ঞালব্ধ বিচারের একান্ত অভাবে।

সৌন্দর্য্য আত্মতত্ত্ব, প্রেমাস্পদ অতিশয়;

শুধু আত্ম-অপমানে হইয়া নিষ্কাম,

সম্যক্ ভুলিয়া রূপ, জীবজগতের বক্ষে
৮০ বসাইতে তীক্ষ্ণ অসি পারে আত্মারাম।
মানবের যত দোষ, হইয়াছে আত্মজ্ঞানে,
একমাত্র শুদ্ধ প্রেমে, তার অবসান।
ব্যক্তিত্বের হেতুরূপে রহে শুধু ক্রোধানল,
রবে না ব্যক্তিত্ব তার হইলে নির্ব্বাণ।
রূপে মুগ্ধ দুর্ব্বলের তিক্ত কটু ভালবাসা
অন্ধ কবিত্বের স্রোতে দিগ্‌দিগন্তরে
নিয়ত ভাসিয়া যায় ; অন্ধ অনুচর তার
কৃতিত্ব ঘোষণা করে অভিমানভরে।
—কবি সেই—আত্মপ্রেমে লভিয়া অসীম স্ফূর্ত্তি,
৯০ নামরূপ জাতিতত্ত্ব করিয়া বিলয়,
আপনার অভ্যন্তরে জীবজগতের মূর্ত্তি
সৌন্দর্য্যের দিক দিয়া করেছে চিন্ময়।
বিদ্যার চিন্ময় হাসি আত্মার স্বরূপে মিশি
অজ্ঞানের করে নাশ আলোকের মত।
অনাবৃত স্বরূপের সুন্দর মধুর দীপ্তি
স্বতঃসিদ্ধ মহিমায় রহে অব্যাহত।
—অবিদ্যার রঙ্গালয়ে জীবত্বের অভিসার—,
মুক্ত আত্মজ্ঞানালোকে নাহি পায় স্থান।

জরাব্যাধিমরণের মর্ম্মভেদী হাহাকার
১০০ যাইছে মিশিয়া শূন্যে লভিয়া নির্ব্বাণ।
বিত্তার চিন্ময় হাসি সুন্দর সত্তায় ভাসি
পুরুষের সত্তামাঝে করি বিসর্জ্জন
স্বাতন্ত্র্যের অভিমান, তাহার স্বরূপে তারে
দিয়াছে অমৃতময় শাশ্বত জীবন।
ভাষাহীন সৌন্দর্য্যের যে চরম অভিব্যক্তি
আত্মহারা রসজ্ঞের পূর্ণ অনুভূতি
করিয়াছে একাকার, সসীমের ক্ষুদ্র রেখা
১০৮ ফুটিয়া সে সুরে তার করিতেছে স্তুতি।

কালের প্রভাব

নীলাকাশে পূর্ণচন্দ্র হাসিছে সুন্দর,
রয়েছে জ্যোৎস্নাস্নাত নিম্নে ধরাতল।
কাঁদে নিশি হেমন্তের শিশির-শয্যায়
অবসন্ন হৃদয়ের দুঃসহ ব্যাথায়।
সুধাংশুর নাহি মন ফুল্ল যামিনীর
সে নগ্ন সৌন্দর্য্য আর নগ্ন প্রতিভায়!
ঐশ্বর্য্যে সম্ভোগে: শশী রহিতে মগন
ছুটিয়াছে তড়িদ্বেগে, যেখানে কামিনী
কামনার রক্তরাগে রূপের তরঙ্গে
১০ চপলার মত সদা ছুটিয়া বেড়ায়।
কামনার রক্ত হাসি রক্তিম অধরে
বিলাসের স্বপ্নকথা কহিছে যথায়,
ছুটিয়াছে শশী তথা পুষ্পিত শয্যায়।
উৎপশ্য অবজ্ঞায় এবে শশধর
নগ্ন সৌন্দর্য্যের প্রতি ক্রুদ্ধ ভয়ঙ্কর।
সতীত্বের নগ্ন মূর্ত্তি পূজিয়াছে সতী
কায়মনোবাক্যে যেই সুদীর্ঘ জীবন,

অভিজিৎ উদ্যমের রুদ্র প্রেরণায়,
নাহি পারে সুগভীর সংস্কার তাহার
২০ কালের প্রভাব এবে করিতে স্বীকার।
কাঁদে নিশি হেমন্তের শিশির-শয্যায়
অবসন্ন হৃদয়ের তীব্র যন্ত্রণায়।
গুরুপত্নী সহ শশী করি অভিসার,
বিলসিত-বিভ্রমের মোহিনী ভাষায়
বরষিয়া সুধারাশি, মোহিয়া ভূতল,
নীলাকাশে অবিরত হাসিছে উজ্জ্বল।

কে তুমি করিছ সেথা অশ্রু বিসর্জ্জন ?
সেই তুমি! একদিন দেখিয়াছি যারে,
বাল্যের প্রমোদ হাসি, লালসাবিহ্বল
৩০ কৈশোরের উদ্দামতা, ছাড়িয়া হেলায়,
ব্রহ্মচর্য্য তপশ্চর্য্যা করিয়া আশ্রয়,
করিতে জীবনপাত বিদ্যা-উপার্জ্জনে ?
প্রতিভার প্রতিমূর্ত্তি, বিপ্রকুলোজ্জ্বল,
নবীন যুবক তুমি, কেন অশ্রুজল ?
এ বিদ্যায় বীতশ্রদ্ধ মানব-সমাজ

উৎপশ্য অবজ্ঞায় করিয়াছে স্থির,
—অহম্পূর্ব্ব, স্বকল্পিত, স্বার্থ-প্রণোদিত,
বিপ্রত্বের অভিধান; ক্রূর জাতিভেদ
বৈষম্যের রঙ্গমঞ্চে করিছে নিশ্চয়
৪০ সুদীর্ঘ যামিনীব্যাপী পাপ-অভিনয়—।
জড় বিজ্ঞানের মোহে কালের প্রভাব
মানব মানিছে হর্ষে অবনত শিরে।
—সত্য—আজ জড়তার স্তব্ধ অন্ধকার,
কোথায় এসেছ আজ ভাসি' ধীরে ধীরে?
পিঙ্গল গিয়াছে দূরে, শূন্য দীপাধারে
অজ্ঞানের জ্ঞানালোকে আজি আপনারে
সুনিবিড় অন্ধকার করিছে উজ্জ্বল,
আঁধারে হাসিছে শশী মদিরা-বিহ্বল।
প্রতিভার প্রতিমূর্ত্তি বিপ্রকুলোজ্জ্বল!
৫০ তোমার নিষ্কাম ধর্ম্ম, শুদ্ধ সদাচার,
জড় বিজ্ঞানের চক্ষে কালের প্রভাবে
নির্জীব সত্যের অস্থি, নির্ম্মম পঞ্জর,
কুসংস্কারে আয়ুষ্মান্‌, দম্ভে ভয়ঙ্কর।
তোমার অস্ফুট স্বরে হইছে নিঃসৃত
ও কি ভাব—বিষাদের বেদনা নির্ম্মম—?

—বিজ্ঞানভিক্ষুর বেশে ভিক্ষা করিবারে
গিয়াছিলে তুমি বিশ্ব-নিয়ন্তার দ্বারে?
প্রত্যাখ্যান ভগবান্ করেছে তোমারে,
নাহি দিল মুষ্টিভিক্ষা ভিখারী ব্রাহ্মণে!
৬০ কলির ব্রাহ্মণে করি হীন অতিশয়
বিজ্ঞানরূপিণী ভক্তি দিল চর্ম্মকারে?
কালের প্রভাবে তবে হয়েছে এখন
মতিচ্ছন্ন জগদীশ, মতিভ্রান্তি তাঁর,
বিজ্ঞানে লভিছে স্ফূর্ত্তি হীন চর্ম্মকার—!
সদাচারে পরিনিষ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ,
একবিন্দু জ্ঞানভক্তি লভিবার তরে,
করিয়া জীবনব্যাপী তপস্যা কঠোর
হইয়াছে ব্যর্থকাম। কালের প্রভাবে
জন্মিতে মুচির ঘরে হইল তাহার
৭০ জ্ঞানভক্তি-সম্পদের পূর্ণ অধিকার।

জড় জগতের সুখ অপূর্ণ স্বভাবে
অপূর্ণ কালের সত্তা করিয়া আশ্রয়,
সীমাবদ্ধ আনুগত্যে, অপূর্ণ প্রণয়ে,

কালের অপূর্ণ শক্তি করিছে খ্যাপন।
ঐশ্বর্য্য প্রতিষ্ঠা যশ, প্রতিভা যৌবন,
সৌন্দর্য্যের সুরভিত মধুর স্ফুরণ;
খণ্ড জ্ঞানে লভি স্ফূর্ত্তি বিজলীর মত
স্বকীয় অপূর্ণ সুখে ক্ষিপ্ত অবিরত।
অভিমানে অনাহত, প্রভাবে দুর্ব্বল,
৮০ তথাপি নির্লজ্জ মুগ্ধ ভিখারীর মত
ভিক্ষায় লভিছে তুষ্টি, কালের প্রভাব
মানব প্রণতশিরে করিছে গ্রহণ।
তুমি কি বিজ্ঞানভিক্ষু দরিদ্র ব্রাহ্মণ,
হারাইয়া অতীতের স্মৃতি সমুজ্জ্বল,
কালের প্রভাবে ক্ষুন্ন, নৈরাশ্যে দুর্ব্বল?
আত্মবিদ্যা—আর্য্যশক্তি, প্রকৃতি আপন—,
আগ্রহে ধরিয়া বক্ষে আচার্য্য শঙ্কর
হইয়াছে আত্মারাম, নির্ব্বাণে অমর।
বিশ্ব যথা বিশ্বেশ্বর, তুমি ও তেমন,
৯০ আত্মরূপে পরিপূর্ণ, নিত্য, সনাতন।
আত্মা তুমি, আত্মবিদ্যা রয়েছে তোমার
স্বতঃসিদ্ধ আত্মরূপে, নাহি তার ভুল,
অর্দ্ধাঙ্গিনী প্রণয়িনী, প্রণয়ে অতুল।

আত্মসম্বিদের মাঝে কর অন্বেষণ
তাহার হ্লাদিনী মূর্ত্তি, অমর যৌবন।
উভয়ের অনিমেষ দৃষ্টির মাঝারে
নিঃশেষে সমগ্র বিশ্ব হইবে বিলীন,
প্রাণময় সেই দৃষ্টি, স্ফূর্ত্তি সর্ব্বাঙ্গীন্।
ফুটিবে সে দৃষ্টিমাঝে অমৃতমধুর,
১০০ স্থির বিজলীর মত, সৌন্দর্য্যের ধারা,
উভয়ে অভিন্ন ভাবে করি আত্মহারা।
নির্নিমেষ জীবন্ত সে দৃষ্টির ভিতরে
নিঃশেষে বিশ্বের সত্তা, কালের প্রভাব,
পাবে ধ্রুব অবসান, নির্ব্বাণে তরুণী
হইবে ব্রহ্মণ্যশক্তি; বিশ্বের ঈশ্বর
ভাঙ্গিবে গড়িবে সৃষ্টি ইচ্ছায় আপন।
হে নিঃস্ব ব্রাহ্মণ! কর্ম্ম করিয়া নিষ্কাম
নির্ব্বাণ-সুখ-সম্বিদে হও আত্মারাম।
ব্রহ্ম সত্য, জগন্মিথ্যা, আত্মা নিরাকার,
১১০ বিশ্বস্রষ্টারূপে নহে উপাস্য তোমার।

নিষ্কাম কর্ম।

অনাদি অনাত্মবুদ্ধি করিয়া আশ্রয়
তৃতীয় করণবাচী রহিয়াছে মন
একটি পদার্থ মাত্রে করাইতে জ্ঞান
বিজাতীয় নানারূপ — বিচিত্র জগৎ —।
দেখেছি সরা'য়ে তার মোহ-আবরণ
মন-বিরহিত শুদ্ধ বুদ্ধির ভিতর
অদ্বয় স্বরূপ মম, বিমুক্ত সুন্দর।
ঐন্দ্রজালিকের রূপে রবে যতদিন
মোহন-মুরতি মন, হৃদয়ে আমার
১০ প্রতিষ্ঠিতে প্রভুত্বের স্বর্ণ সিংহাসন,
দেখিব বিস্ময়নেত্রে বিশ্বচরাচর,
লীলাময় বিশ্বেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্,
ডাকিব কাতরে— ডে'কে লও ভগবান্
অধম সন্তানে তব—। আমার সমান
নাহি মূঢ় অবসন্ন জগতে তোমার।
যতদিন আছে মন, আছে চরাচর,
রহিয়াছ লীলাময় তুমি ভগবান্,

মনোরাজ্যে উভয়েই আছ বর্ত্তমান।
ভেঙ্গে যদি দেও মন, চক্ষে অবজ্ঞার
২০ কর যদি দরশন, জানিও নিশ্চয়,
বিশ্ব আর বিশ্বেশ্বর মনের সহিত
অনন্ত কালের গর্ভে করিব বিলয়।

গড়িয়াছে যেই মন বিশ্ব বিশ্বেশ্বর,
তারে ভাঙ্গিও না প্রভো! অথবা কখন
করিও না অবহেলা। না রহিলে মন,
কে তোমারে বিশ্ব সহ করিবে স্ফুরণ,
চাহিবে তোমার পানে, সেবিবে চরণ?

সত্তা সামান্যে যে প্রভো! জীবও ঈশ্বর
উভয়েই একরূপ, অভিন্ন অদ্বয়,
৩০ তোমারে দিয়াছে মন ঈশিত্ব অজয়।
মনে রহিয়াছে সব। মনের অতীত
অদ্বয় বিজ্ঞান মাত্র, শুদ্ধ একাকার,
কোথা বিশ্ব বিশ্বেশ্বর, দৃক্‌ দৃশ্য আর?
মন সৃজিয়াছে যাহা, মনের সহিত
পারে প্রজ্ঞা সকলের করিতে নিরাস,
ভেঙ্গে যদি যায় মন হবে সর্ব্বনাশ।

লীলাময় ভগবান্! শুনেছি তোমার
ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য্যের লহরী-মালায়
রহিয়াছে প্রস্ফুটিত মহিমা-মণ্ডিত
৪০ রমণীয় শান্ত মূর্ত্তি। প্রসন্ন বদন
ললিত লাবণ্যময় লালসা-জনক;
বিস্ফারিত দু'নয়ন মদিরার মত
তৃষিত মনের পক্ষে উদ্দীপনাময়।
দেখি' সে মোহন রূপ ইন্দ্রিয় দুর্জ্জয়
হয় যদি উচ্ছৃঙ্খল, ভীষণতা তার
ইন্দ্রিয়ের বল চূর্ণ করে শতধায়।
সৌন্দর্য্য দর্শনে তব ভাসিয়া বেড়ায়
সভয় সতৃষ্ণ মনে, উঠি' শিহরিয়া
লালসা চমকিয়া পড়ে মরণ-শয্যায়।
৫০ দেখিব সে ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য্য তোমার
লীলাময় ভগবান্। অবসন্ন মনে
চিরদিন সে কারণে জাগিছে নিয়ত
অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা দেব। মিনতি আমার,
ঐ চরণতলে ডেকে লও ভগবান্।

ওকি দৃশ্য! প্রাবৃটের তমিস্রা রজনী

ক্ষুব্ধ আকাশের বক্ষে ঘোর ঝটিকায়
করিতেছে বিজ্ঞাপিত প্রকৃতি ভীষণ!
গগন-বিদারি ঘন অশনি-গর্জ্জন
হইতেছে মুহুর্মুহুঃ। সে ভীষণতায়
৬০ হিরণ্ময়ী ক্ষণপ্রভা যেতে ঝল্‌সিয়া
ফুটিল প্রশান্ত দীপ্ত সুনীল বরণে
ওকি দৃশ্য! সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর!
প্রকৃতির বিশ্বগ্রাসি সংগ্রামের মাঝে
একদিকে বিশ্বনাশি ভীম প্রহরণ,
অন্যদিকে প্রীতিকর সৌন্দর্য্যে শীতল
নয়নাভিরাম শুদ্ধ শান্ত শ্যামা মূর্ত্তি,
বাসনার একমাত্র হয়েছে বিষয়।
ফুটিয়াছে সে মূর্ত্তিতে সৌন্দর্য্য অতুল,
সৌন্দর্য্য ধরিতে বক্ষে বাসনা আকুল।
৭০ শ্যামাঙ্গিনী মাতৃ-মূর্ত্তি! সৌন্দর্য্যে নির্ম্মল
ফুটেছে চিন্ময় রস—অমৃত শীতল—।
এ যে সৌন্দর্য্যের প্রাণ চৈতন্য-রূপিণী
ইচ্ছাময়ী মহাশক্তি। মূর্ত্তিমান্ জীব
জননীর স্নেহামৃত করিয়া স্মরণ
সৌন্দর্য্য-বিমুগ্ধ নেত্রে হৃদয়-মন্দিরে

গড়িতেছে তাহারই মুরতি সুন্দর!
মা অনন্ত রসসিন্ধু, রসই কেবল,
সেই রসে আত্মহারা অনন্ত জগৎ।
আনন্দের মধ্য দিয়া সৌন্দর্য্য নির্ম্মল
৮০ অবিরত বিশ্বক্ষেত্রে সঞ্চারিছে প্রাণ,
সে আনন্দে চরাচর আছে ভাসমান।
সেই সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তি করিয়া স্মরণ
মোহময় কর্ম্মময় জীবনের পথে
চলিব অশ্রান্ত গতি জন্মজন্মান্তর।
নয়নে দেখিব রূপ, মুখে ল'ব নাম,
৮৬ করিব তাহার কর্ম্ম হইয়া নিষ্কাম।

কঠোর সত্য।

নির্ম্মম ঝটিকাক্ষুব্ধ একটি হৃদয়
রহিয়াছে সংজ্ঞাহীন, রম্য অযোধ্যার
রাজপ্রাসাদের এক কক্ষে মনোহর।
রত্নোজ্জ্বল কক্ষরাশি ঝলসিয়া আঁখি
আনন্দে উঠিছে ভাসি হাসিয়া সুন্দর,
যারা কক্ষ-অধিবাসী, আলোকে উজ্জ্বল
তাহাদের দুঃখরাশি করিতে হরণ।
অবস্থার অভিঘাত এই কি ভীষণ?
সে সৌন্দর্য্য আজি কেন ভাসে না নয়নে?
১০ সে সৌন্দর্য্যে দৃষ্টি কেন অন্ধ অতিশয়?
রয়েছে ঝটিকাক্ষুব্ধ একটি হৃদয়
সংজ্ঞাহীন; অন্ধকার করিয়াছে জয়
চৈতন্যের শান্ত স্ফূর্ত্তি, শুদ্ধ জ্যোতির্ম্ময়।
প্রকৃতির পরিণাম করেছে স্ফুরণ
অবস্থার নগ্ন মূর্ত্তি, নৃশংস ভীষণ।
চৈতন্যের কিঞ্চিন্মাত্র হইতে সঞ্চার,
"গুরুদেব!" রুদ্ধকণ্ঠে কহিল রাঘব;—

"না পারিল তীব্র দৃষ্টি পশি' অন্তঃস্থলে
তিলার্দ্ধ কলঙ্ক যার করিতে বাহির;
২০—রাম, রাম—এই ধ্বনি উদাত্ত গভীর,
উঠিতেছে প্রতিক্ষণে অন্তরে যাহার,
গড়িয়া শ্রীরামমূর্ত্তি সৌন্দর্য্যে নিবিড়,
সে কি তবে কলঙ্কিনী? কলঙ্ক তাহার
প্রবেশিয়া অযোধ্যার শিরায় শিরায়
সাম্রাজ্যের প্রতি অঙ্গ করিছে নিশ্চল?
গুরুদেব! যাচিতেছে শিষ্য পদানত
উপদেশ।—অবিচারে সাধ্বী জানকীরে
কলঙ্কের অপবাদে দিলে বিসর্জ্জন
প্রজারঞ্জনের তরে, রাজধর্ম্ম মম
৩০ রহিবে কি অব্যাহত? অথবা সজ্জন
পক্ষান্তরে স্পষ্ট বাক্যে বলিবে আমারে
অধার্ম্মিক কাপুরুষ নৃপতি অধম—?
রয়েছে সতীত্বে যার ধারণা নিশ্চল,
হীন জনমত, ক্রূর শাস্ত্রের শাসন,
বিদ্ধ করি অতি তীব্র উপেক্ষার শরে
কেন না রাখিব ঘরে সেই জানকীরে?
প্রজার ঐ স্বেচ্ছাচার, শাস্ত্রের শাসন,

কথায় কথায় হীন পশুর মতন
মম হৃৎপিণ্ড যদি করি উন্মূলন
৪০ অথর্ব্ব করিতে মোরে চাহে অবিচারে,
ধরিয়া বীরের মত অসি তীক্ষ্ণধার
কেন না করিব আমি তার প্রতীকার ?
শক্তি ! শক্তি ! এই ভুজে শক্তির অভাব ?
দিব কি পরীক্ষা তার ধরিয়া কৃপাণ,
অযোধ্যার রাজবংশ কত শক্তিমান্ ?"

"রাজা তুমি !" কহিলেন বশিষ্ঠ তখন—
"রাজা তুমি ! রাজধর্ম্ম নহে শতদল।
আমোদে আহ্লাদে কিম্বা বিলাসে সম্ভোগে
পারিত অস্তিত্ব যদি করিতে স্ফুরণ
৫০ রাজধর্ম্ম আপনার, জানিও নিশ্চয়,
ভোগমূঢ় ক্ষত্রিয়েরে নিক্ষেপিয়া দূরে
সেই রাজ-সিংহাসনে বসিত ব্রাহ্মণ।
শাস্ত্রবিধি-অনুসারে রাজ-সিংহাসনে
প্রতিষ্ঠিতে ক্ষত্ররূপী নরনারায়ণে
আসিত না সে ব্রাহ্মণ আকুল-হৃদয়,

চাহিত না চিরদিন তাঁর অভ্যুদয়।
নিরঙ্কুশ যোগবল করিয়া আশ্রয়
জানি আমি চিরদিন, জানেন বাল্মীকি,
আর্য্যকুললক্ষ্মী সাধ্বী জনক-নন্দিনী
৬০ নাহি পারে কলঙ্কিনী হইতে কখন,
না পারে হইতে বহ্নি শীতল যেমন।
কিন্তু অই প্রজাবৃন্দ! না জানি যাহারা
দেহাত্মবুদ্ধির বশে স্বরূপ আপন
লৌকিক নিয়মাধীন রয়েছে নিয়ত,
তাহাদের কোন দোষ দেখি না কখন।
এক দিকে রাজধর্ম্ম, পত্নী পক্ষান্তরে,
এক পক্ষ পার তুমি করিতে গ্রহণ।
দেখ তবে বিচারিয়া, হবে না নিশ্চয়,
কোন্ পথে গেলে তব কলঙ্ক অর্জ্জন।
৭০ এই রাজ-সিংহাসনে রহিয়া রাঘব
পালিলে কঠোর সত্য ভাঙ্গিবে হৃদয়।
ছাড়ি রাজ-সিংহাসন রহিয়া নির্জ্জনে
পতিব্রতা পত্নী সহ পাইবে যে সুখ,
হইবে তোমার পক্ষে কালান্তক যম,
জাগিবে না আত্মস্মৃতি, হবে মতিভ্রম।

জানকীর মৃত্যুরূপে আসিয়া সে ভ্রম
ঘটায় বিচ্ছেদ যদি, তুমি রঘুপতি
দুঃখের হাতে কি কভু পাবে অব্যাহতি ?
বলিবে মনীষিগণ—বীরেন্দ্র রাঘব
৮০ অধার্ম্মিক কাপুরুষ ঘৃণিত মানব—।
পাইতেছে যে প্রকৃতি নিত্য রূপান্তর
অজ্ঞেয় স্বরূপে ভ্রম করি উদ্ভাবন,
সম্মোহিনী কুহকিনী সেই প্রাকৃতিক
অনিশ্চয়তার মাঝে সুখের স্বপন
দেখিছে যে, মতিভ্রান্ত নিশ্চয় সে জন।
যে অপরিবর্ত্তনীয় নীতি-অনুসারে
রয়েছে প্রবাহরূপে অজ্ঞেয় জগৎ
ভ্রান্ত বিজ্ঞানের ধারা করি উদ্বোধন,
অনিবার্য্য অলঙ্ঘ্য সে নীতি-অনুসারে
৯০ পালিয়া কঠোর সত্য, লভিয়া সংযম,
রাঘব ! ঐ দেখ সীতা—চিন্মাত্ররূপিণী
পরমা প্রকৃতিরূপে স্বরূপে তোমার
রহিয়াছে প্রতিষ্ঠিত ; এই জাগতিক
অনিশ্চয়তার যথা ঘটেছে বিলয়—।
বিশ্বনীতি আর্য্যশক্তি, অলঙ্ঘ্য অজয় ।

জানি না অনার্য্যমোহ হৃদয়ে তোমার
কভু করিয়াছে কিনা প্রভাব বিস্তার।
যদ্যপি হইয়া থাকে প্রত্যয় তোমার
সেই মোহে,—অত্যাচারী নৃশংস ব্রাহ্মণ
১০০ গড়িয়াছে শাস্ত্রবিধি, রাখিয়া নিয়ত
অব্রাহ্মণে শৃঙ্খলিত, সাধিতে আপন
স্বার্থ অতি ভয়ঙ্কর—, জানিও নিশ্চয়,
অনিশ্চয়াত্মক এই বিশ্বচরাচরে
আত্মজ্ঞানে করি লয়, চাহিছে ব্রাহ্মণ
নির্ব্বাণের পর প'রে সংস্থিতি পরম।
ইহা সত্য, চিরদিন জানিও নিশ্চয়;
ব্রাহ্মণ কখন নহে নৃশংস নির্দ্দয়,
১০৪ ভিক্ষায় যে পরিতৃপ্ত, জ্ঞানে অরিন্দম।”

বিগ্রহ।

সে বিগ্রহে শুদ্ধ মম অনুভূতি দিয়া
যদি ভাসিয়াছি ভাল একান্ত নিশ্চয়,
তার সুপ্ত জীবনের প্রসুপ্ত স্বপন,
মম অনুভূতি মাঝে হইয়া জাগ্রত,
কেন করিবে না তার স্বভাবে সুন্দর
অববুদ্ধ প্রতিদান আমারে তেমন ?
অবরূঢ় জড়তার জীর্ণ অভিসারে
ব্যর্থ বিধাতার সৃষ্টি করেছ প্রমাণ
তুমি সুপ্ত বৈজ্ঞানিক ! যদি নিশাচর
১০ রজনীর অন্ধকারে করে নিরীক্ষণ
মুক্ত আলোকের ধারা সর্ব্বত্র সমান,
মানবের দৃষ্টি যথা স্তব্ধ ম্রিয়মাণ ;
মম অনুভূতিমাঝে প্রপঞ্চ জগৎ
কেন নাহি দিবে সাড়া, ভালবাসা দিয়া
যদি ক'রে থাকি তারে আপনার মত ?
অন্ন রহিয়াছে দূরে, করিয়া গ্রহণ
কর তারে আত্মসাৎ ; দেহ অন্নময়,

জ্ঞানে যারে করিয়াছ তুমি আপনার,
চলিবে ফিরিবে নিত্য তোমার ইচ্ছায়,
২০ সুপ্ত দেহ দিবে সাড়া মুক্ত চেতনায়।

অসংখ্য পুষ্পিত তরু, বিস্তৃত উদ্যান।
সরল প্রাণের শুরে শুদ্ধ প্রার্থনায়
দিল যে একটি তরু পুষ্প উপহার
প্রীতিভরে সে যাচকে! বল তরুবর,
কোন্ মহা তপস্বীর তপস্যা কঠোর
উন্মেষিল এই তন্ত্রী অভ্যন্তরে তব;
অকপট হৃদয়ের আকুল তৃষ্ণায়
যেই সুপ্ত তন্ত্রী তব দিয়াছে ঝঙ্কার?
যেই হৃদয়ের তন্ত্রী শুদ্ধ অনুভবে
৩০ তোমার ঐ সুপ্ত তন্ত্রী করিল জাগ্রত
প্রণয়ের অভিসারে, সম্পর্কে তাহার
জড় বিজ্ঞানের ধারা রহে নিরুত্তর।
সেই দিন বিশ্বমাঝে ভারতের কবি,
—সুপ্ত চৈতন্যের সাড়া মুক্ত চেতনায়—
করি স্পষ্ট অনুভব করিল প্রচার;

যে দিন সুদূর ক্ষীণ বিজলীর মত
ভূগহ্বর-অধিবাসী আমমাংসজীবী
দেখে নাই সভ্যতার প্রথম স্বপন।

ইষ্ট বিগ্রহের ধ্যানে রহিয়া তন্ময়
৪০ শুদ্ধ মুক্ত চৈতন্যের অসংখ্য আকার
ফুটিতে বিগ্রহরূপে দেখেছে যে জন;
ভাবাবেশে সেই জন শুদ্ধ অনুভবে
বিগ্রহের মুখে দিলে তুলিয়া আহার,
বিগ্রহ গ্রহণ করি মানুষের মত,
—সুপ্ত চৈতন্যের সাড়া মুক্ত চেতনায়
স্বতঃসিদ্ধ তর্কাতীত—, করে সপ্রমাণ।
দীর্ঘ বর্ষব্যাপী যেই শুদ্ধ অনুভবে
প্রতিদিন বিগ্রহের করেছে অর্চ্চনা
একনিষ্ঠ উপাসক, কেন তার শক্তি
৫০ বিগ্রহের প্রতি অণু করি সত্ত্বময়,
আলোকে বাতাসে মিশি, মিশিয়া ধূলায়,
করিবে না পুণ্যভূমি সেই দেবস্থান?
তাহার সংস্পর্শে আসি পবিত্র শীতল

করিতেছে আপনারে কত তপ্ত প্রাণ,
চিরদিন আছে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

চিৎপ্রতিবিম্ব বুদ্ধি করিয়া ধারণ
অহঙ্কারে মনসহ করি সচেতন
ভোগ্যমাত্রে ইন্দ্রিয়ের বিলাসের ধারা
করেছে বিজ্ঞানময়। বিশ্ব দেয় সাড়া
৬০ সেই হেতু, অতি স্থূল কঠিন ভীষণ
জড়ত্বের অভিধানে রহি' অচেতন।
চৈতন্য-সাগরে বিশ্ব ভাসিছে নিয়ত
বিবিধ সংস্কাররূপে। সঙ্কল্পের শক্তি
আণবিক প্রকৃতির গড়িছে সঙ্ঘাতে
ব্যক্ত জগতের মূর্ত্তি শুদ্ধ অনুভবে,
বিচ্ছেদে তাহার পুনঃ ঘটিছে প্রলয়।
জড় নিত্য ক্রীড়াশীল, বিজ্ঞানের ধারা
করিয়াছে ক্রীড়নক তাহারে সতত।
একের প্রকৃতি মিশি অপরের সহ
৭০ ঘৃণা লজ্জা ক্রোধ ভয়ে হয় পরিণত।
একের প্রকৃতি মিশি অপরের সহ

গণিতের ক্রমসূত্রে গড়িছে ভূস্তরে
তাম্র মরকত লৌহ গৈরিক কাঞ্চন।
বিবিধ সঙ্কল্প যদি বিভিন্ন সংস্কারে
না থাকিত পূর্ব্বাবধি, চিন্মাত্র সত্তায়
অজ্ঞানের কুহেলিকা করিত বিরাজ।
কদাচারে ভোগমূঢ় অশুচি-মূলক
জড়তার অভিশাপ নির্ম্মম পরশে
শুদ্ধ অনুভবসিদ্ধ বিগ্রহে জাগ্রত
৮০ করিবে পূর্ব্বের মত লোষ্ট্রে পরিণত।
অন্ধ তুমি! নাহি জান, শুদ্ধ অনুভবে
যেই সঙ্কল্পের শক্তি উঠিবে ফুটিয়া,
অবরূঢ় জড়তার তিক্ত অভিসারে
৮৪ দিবে বাধা, করিতে সে মুক্ত আপনারে।

বীরত্ব

বীর তুমি! রহিয়াছ কর্ত্তব্যে অটল
রুধিরাক্ত রণাঙ্গনে। তীব্র পরিহাসে
করিলেও মর্ম্মাহত অযোগ্য তোমারে,
করধৃত মৃত্যুজিহ্ব অসি তীক্ষ্ণধার
উঠে নাই আস্ফালিয়া মস্তকে তাহার।
জীবনের ঊর্দ্ধস্তরে সৌন্দর্য্য নির্ম্মল
হইয়াছে প্রতিভাত অন্তরে তোমার,
বহিয়াছে বজ্রনাদে শিরায় শিরায়:
করুণার সপ্ততন্ত্রী উঠেছে বাজিয়া
বীরত্বের সৎ গর্ব্বে করিয়া ঝঙ্কার।
বীর তুমি! অভিরাম বীর অবয়ব
শান্ত্যোজ্জ্বল হৃদয়ের অব্যক্ত ভাষায়
করিতেছে সর্ব্বভূতে স্তুতিগান তাঁর,
বীরত্ব যাঁহার মূর্ত্তি, শুদ্ধ নিরাকার
সর্ব্বক্ষেত্রে আত্মা যিনি। এক ক্ষেত্রে দৈন্য,
ফুটিয়াছে ক্ষেত্রান্তরে মহিমা অপার,
মানবের কর্ম্মফল অতর্ক্য দুর্ব্বার।

অভিরাম সে বীরত্বে—দেবত্বে সুন্দর—
শ্রদ্ধানত শুদ্ধ চিত্তে দেবতা মানব
২০ করিয়াছে অর্ঘ্যদান, বরেণ্য তেমন।
বীর তুমি! ঐ হৃদয়ে নাহি পায় স্থান
ক্ষুদ্রত্বের ঔদ্ধত্যের তিক্ত অভিধান।

বলদৃপ্ত উদ্ধত যে শস্ত্রপাণি জন
করিয়া নিরস্ত্র জনে অবজ্ঞা ভীষণ
নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রতন্ত্র করিছে বিকল;
যাহার গর্ব্বিত অসি শোণিত-রেখায়
চিত্রিতেছে বৈষম্যের মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর,
কে বলে সে বীর? নহে বীরত্ব কখন
দৌরাত্ম্যের অভিমান! প্রতিবিম্ব তার
৩০ হইয়া জাগ্রত মূর্ত্ত আহতের চিত্তে
একদিন দৌরাত্ম্যের দিবে প্রতিদান।
বিশ্ব যাঁর প্রতিবিম্ব, প্রতিধ্বনি তাঁর
বিশ্বনীতি। অণুতে যে র'য়েছে জীবন,
কোটি আঘাতের পরে দূর কল্পান্তরে
চৈতন্যের নগ্ন মূর্ত্তি করিবে ধারণ।

প্রতিধ্বনিময় এই জগতের মাঝে
বিশ্বনীতিসূত্রে নহে বীরত্ব কখন
দৌরাত্ম্যের অভিমান। না করে অজ্ঞান
কভু বীরত্বের সৃষ্টি—দীপ্তি মূর্ত্তিমান্—।
৪০ দৌরাত্ম্যের অভিমানে দেবরাজ ইন্দ্র
মানবের অধিকার চাহিল করিতে
ক্ষুণ্ণ যবে, পড়িয়া সে প্রতিবিম্ব তার
তপঃসিদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রদীপ্ত হৃদয়ে
ধরিল দুর্দ্ধর্ষ মূর্ত্তি। দুর্ম্মদ সে শক্তি
বলদৃপ্ত দেবরাজে করিত সংহার,
না চাহিলে প্রাণভিক্ষা হইয়া প্রণত
ব্রাহ্মণের পদতলে। মহর্ষি চ্যবন
বিশ্বনীতিসূত্রে দৃঢ় রহিয়া অচল,
পরিমুক্ত বিজ্ঞানের অচিন্ত্য প্রভাবে
৫০ প্রতিধ্বনিময় বিশ্ব, অনুরূপ ফল,
—অনিবার্য্য এই সত্য—করিল খ্যাপন।
বীরত্বে ব্রহ্মণ্যশক্তি লভিছে স্ফুরণ
সৌন্দর্য্যের মহিমায়, দেবত্বে সুন্দর,
বীরত্বের প্রতিমূর্ত্তি প্রদীপ্ত ভাস্কর।

বীর তুমি! বীরোচিত হৃদয়ে তোমার
নিরাসক্ত একাগ্রতা উঠিছে ফুটিয়া,
সত্যের আরাধ্য মূর্ত্তি, শান্ত সমুজ্জ্বল,
প্রতিষ্ঠিতে শুদ্ধ চিত্তে। যশের লালসা
সম্মোহিনী বিলাসিনী গণিকার মত
৬০ নির্জ্জন প্রকোষ্ঠ হ'তে তীব্র আকর্ষণে
পারে নাই বহির্মুখ করিতে তোমারে,
রহিয়াছ নিরলস সত্যের সন্ধানে।
প্রতিধ্বনিময় বিশ্ব; করিবে যে ধ্বনি,
বিশ্বনীতিসূত্রে হবে প্রতিধ্বনি তার,
বীরত্ব কেবল নহে অসির ঝঙ্কার।
আছে ওই ক্ষুদ্র অণু; কর পদাঘাত,
সে আঘাতে যে স্পন্দন রহিবে অঙ্কিত,
কোটি আঘাতের পরে লভিয়া জীবন
একদিন প্রতিঘাত দিবে কল্লান্তরে।
৭০ অণুর সঙ্ঘাতে গড়ি মানসী সুন্দর
কর তার আরাধনা; যে সূক্ষ্ম স্পন্দন
অঙ্কিত তাহার মাঝে রহিবে গোপনে,
একদিন সেই অণু তার প্রেরণায়
মুক্ত করি দিবে তার অবরুদ্ধ দ্বার,

দেখিবে তাহার মাঝে আত্মা চিদাকার ;
বীরত্ব কেবল নহে অসির ঝঙ্কার।

চিত্তগ্রাহী ছদ্মবেশে বিজাতীয় ভাব
হৃদয়ের অভ্যন্তরে করিয়া বিকাশ
যেই জন স্বজাতি ও স্বজনের কাছে
৮০ করিছে বসতি নিত্য প্রবাসীর মত ;
উভয়ের অন্তরালে সৃজি' ব্যবধান ;
সেও যদি ধরি শিরে যশের কিরীট
হয় দিগ্বিজয়ী, নহে বীরত্ব কি তবে
সম্মোহিনী গণিকার কটাক্ষে বিষম
পুষ্পশরনিবাসিনী শক্তি অনুপম ?
এই বীরত্বের পূজা করিলে ভারত
পরিবে সগর্ব্বে পদে দাসত্ব-শৃঙ্খল,
৮৮ থামিবে না কোনদিন শোক-অশ্রুজল।

আর্য্যশক্তি সম্বন্ধে কয়েকখানি অভিমত।

প্রাপ্তিস্থান—সারস্বত লাইব্রেরী ২০৩।৪নং এবং মহেশ লাইব্রেরী ১৯৫।২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩৪১ সাল ২০শে চৈত্র তারিখ কাশীধামপ্রবাসী সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহোদয় লিখিয়াছেন—

মহাশয়,

আপনার সুরচিত পদ্য কাব্য "আর্য্যশক্তি" পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। আপনার সহিত পূর্ব্বে আমার কোন পরিচয় ছিল না কিন্তু আপনার প্রকাশিত "আর্য্যশক্তির" দ্বারা আপনার প্রকৃত পরিচয় পাইয়াছি ও আপনার ব্রাহ্মণ্য শক্তির পরিচয় পাইয়া আশ্বস্ত হইয়াছি। আপনি স্বভাবসিদ্ধ কবিত্বশক্তির প্রভাবে বঙ্গ পদ্যে যে বহু গভীর তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা যিনি বুঝিবেন, তিনি সত্যই উপকৃত হইবেন। আপনার উদ্দেশ্য মহান্ আপনি ভীরু নহেন। আপনার বাক্যেও বীর্য্য আছে। ঋষি সত্যই বলিয়াছেন—"বাচিবীর্য্যং দ্বিজানাম্"—।

কলিকাতা ২৫নং বাগ্‌বাজারষ্ট্রীট্ হইতে ১৩৪২ সালের ৩ বৈশাখ তারিখে আনন্দবাজার ও অন্যান্য পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক বৈষ্ণবাচার্য্য সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"আর্য্যভূমি" প্রণেতা শ্রীমৎ আশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় "আর্য্যশক্তি" নামক আর একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ভাষার বৈভবে, ভাবের গৌরবে এবং তাঁহার অন্তর্নিহিত জগৎপূজ্য ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের প্রতি অসীম ও অনন্ত শ্রদ্ধার প্রভাবে এই গ্রন্থখানি পাঠে আমার চিত্তে অপার আনন্দের উদয় হইয়াছে। চির গৌরবার্হ সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের প্রতি যিনি মানব সমাজের চিত্ত আকৃষ্ট করিতে অনবরত একান্ত প্রয়াসী, যিনি দেহ, মন, প্রাণ ভারতীয় আর্য্যশক্তির গৌরব উদ্ভাসনে, ইহার অন্তর্নিহিত শাশ্বত সারবত্তা সম্‌ব্যাখ্যানে নিজের মূল্যবান সময় বিনিয়োগ করিয়াছেন, যাঁহার নিজের স[illegible]র সমগ্র শক্তি আর্য্যমহিমা প্রখ্যাপনে সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা সম্প্রযুক্ত, তাঁহার এই আন্তরিক সচেষ্টাপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য তিনি অবশ্যই সমগ্র হিন্দু সমাজের ধন্যবাদার্হ। তাঁহার এই গ্রন্থখানিতে "গুরুদেব, শঙ্কর, চণ্ডীদাস" প্রভৃতি শীর্ষক ষোলটী প্রবন্ধ পদ্যছন্দে লিখিত হইয়াছে। ছন্দের শ্রুতিমধুরত্বে, পদবিন্যাসের সুললিতত্বে, তেজস্বিনী ভাষার ওজস্বী ঝঙ্কারে, সর্ব্বোপরি আর্য্যশক্তির প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাভক্তির জাহ্নবী-যমুনার বেগময় প্রবাহে পাঠকমাত্রেই আনন্দ লাভ করিবেন এবং সেই আনন্দের সঙ্গে স্বীয় পূর্ব্বপুরুষগণের চারিত্রিক গৌরব প্রভাবে, সমুজ্জ্বল জ্যোতির বিস্ফুরণে, বর্ত্তমান অবস্থার বিভোর, বিভীষণ, তমিস্র অন্ধকারের সুদূর অতীতে যে সমগ্র বিশ্ব-উদ্ভাসক জ্ঞানের আলোকপুঞ্জ এবং প্রেমভক্তির মন্দাকিনী-ধারা বর্ত্তমান ছিল তাহার ও

সমুজ্জ্বল স্ফুরণ দেখিতে পাইবেন। তিনি "আর্য্যশক্তি" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

> বিলাসিতা! মাদকতা! ভোগবিহ্বলতা!
> এ যে আজি উর্ণনাভ পাতিয়াছে জাল,
> পড়িয়াছে ছড়াইয়া সর্ব্বত্র সমান।

দেশের এই ঘোরতর দুর্দ্দশার দুঃখজনক চিত্র তিনি যে বিষাদ কালিমায় অঙ্কিত করিয়াছেন, যে বিষাদে আজ আর্য্যভারত সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই ভাবিবার বিষয়; কিন্তু এই শ্মশান-বিষাদের মধ্যেও থিয়েটার বায়স্কোপ প্রভৃতির নিত্য নূতন রঙ্গলীলা দেখিলে মনে হয় নিশ্চয়ই এই ভারত-শ্মশানে ভূতের নৃত্য চলিতেছে। এই প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি লিখিয়াছেন—

> ওরে অমৃতের শিশু, মনুষ্য সন্তান!
> আসিয়া প্রভাতে আজি প্রজ্ঞা ঋতম্ভরা
> দিয়াছে তোমায় কাছে আপনারে ধরা;
> ছুটে আয় ঊর্দ্ধলোকে, তৃষ্ণাব্যাধিজরা
> নাহি যথা, বাজে শুধু বীণা সপ্তস্বরা।
> দৃষ্টি যথা সৃষ্টি ছাড়া, অখণ্ড নির্ম্মল;
> অণুতে অণুতে বিশ্ব উঠিছে ফুটিয়া,
> অণুতে অণুতে স্ফূর্ত্ত রসিক-শেখর
> বংশীধারী, কি মধুর বাঁশরীর স্বর!

যিনি এই ভাবে উন্মত্ত হইয়া অমৃতের শিশু অনুদ্ধ সন্তানকে আহ্বান করিতেছেন এবং তাহাদিগকে জরামৃত্যুব্যাধিহীন, শাশ্বত সনাতন, অমৃতময়, আনন্দময়, রসময় ও প্রেমময় সমুজ্জ্বল জগতের অভিমুখে পথ প্রদর্শন করিতেছেন, তাঁহার লেখনাতে পুষ্পচন্দন বর্ষিত হউক। তিনি নীরোগ শরীরে, সুশান্ত ও প্রশান্ত হৃদয়ে, সুদীর্ঘজীবী হইয়া ভারতবাসীদিগকে তাহাদের চির অধিবাসের চির গৌরবময় ও আনন্দসুধা-রসময় জগতের পথপ্রদর্শক হইয়া ধর্ম্মদেশক গুরুর কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন, শ্রীশ্রীভগবানের চরণে ইহাই আমার ঐকান্তিকী প্রার্থনা। তাঁহার অন্যান্য প্রবন্ধে ও উচ্চতম ভাবের বিকাশ অনুভব করিয়াছি কিন্তু আমার মনে হয় মানবের এই রমণীয় গন্তব্যতমস্থানের নির্দ্দেশ ও পথপ্রদর্শন অপেক্ষা অন্য কিছুই বৃহত্তম ও গুরু গৌরবজনক নহে।

১৯৩৫ সালের ১২ এপ্রিল তারিখে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও দার্শনিক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত এম এ বি-এল পি আর এস বেদান্তরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন—

"আর্য্যভূমি" প্রণেতা শ্রীযুক্ত আশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত "আর্য্যশক্তি" পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ—বিভিন্ন বিষয়ের ১৬টি কবিতায় সম্পূর্ণ। কিন্তু ক্ষুদ্র হইলেও গ্রন্থ মধ্যে গভীর ভাবিবার কথা আছে। কবি আর্য্যভূমির পক্ষপাতী ও আর্য্যশক্তিতে পূর্ণ বিশ্বাসবান্। তিনি দেশবাসীকে সম্বোধন করিয়া সখেদে বলিয়াছেন—

কালের সহিত পঙ্গু হইয়াছ তুমি,
অমৃত সে আর্য্যশক্তি, দীপ্ত আর্য্যভূমি।

তিনি পাশ্চাত্যের যান্ত্রিক সভ্যতাকে মরুমরীচিকা মনে করেন।

তাঁহার মতে—

"জীবনের লক্ষ্য মাত্র শুদ্ধ আত্মজ্ঞান" ; এবং তিনি কাব্যানুশীলিত প্রত্যেক বিষয়কে ঐ আত্মজ্ঞানের দৃষ্টিতে দর্শন করিয়াছেন। তাঁহার আশঙ্কা ভারতবাসী নিজের স্বকীয়তা ভুলিয়া যে নব্যভারত গঠন করিবার চেষ্টা করিতেছে তাহাতে দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে না—পরন্তু মৃত্যুর করাল ছায়া ভারতবর্ষকে গ্রাস করিবে—

তরুণ তরুণীসঙ্ঘ ভাঙ্গি চূর্ণি পুরাতন
নব্য ভারতের মূর্ত্তি করিছে স্ফুরণ।
মৃত্যুর করাল ছায়া করেছে অথর্ব্ব ছন্দে
মোহময়, সংজ্ঞাহীন করিয়া জীবন।

তাঁহার মতে আর্য্যভূমিতে প্রতিষ্ঠিত আর্য্যকৃষ্টি অদ্বৈতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহার মূল মন্ত্র ছিল—

নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত আত্মার জীবন,
আত্মস্মৃতিমূলে আত্মা পূর্ণ সনাতন।

ঐ সনাতন আত্মাই বেদান্তের ব্রহ্ম—তিনি শাশ্বত, চিন্ময়, আনন্দস্বরূপ—

রজ্জুতে সর্পের মত ভাসিয়া আলোকে
আত্মায় জগৎভ্রম করি উৎপাদন
মোহিছে নিৰ্ম্মম মায়া মানবের মন।
ঐ সৃষ্টির মেরুদণ্ড ছিলেন ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ কে?
বৈরাগ্যের প্রতিমূর্ত্তি, সংযমে নির্ম্মম,
ভিক্ষায় যে পরিতৃপ্ত, জ্ঞানে অরিন্দম।

—যিনি—

রাষ্ট্রবেদিকার মূলে সাধিয়া সঙ্কোচ
আপনার, বৈরাগ্যের রুদ্র প্রেরণায়
অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞানে মুক্ত আত্মারাম।

যদি জাতিকে আবার কল্যাণের পথে জয়যাত্রা করিতে হয়, তবে দেশের মধ্যে পুনরায় ব্রাহ্মণ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং প্রকৃত বীর হইতে হইবে। বুঝিতে হইবে—

বীরত্ব কেবল নহে অসির ঝঙ্কার।
সেই বীর—যাহার হৃদয়ে কভু নাহি পায় স্থান
ক্ষুদ্রত্বের, ঔদ্ধত্যের তিক্ত অভিধান।

আমি আশা করি দেশের এ দুর্দ্দিনে গ্রন্থকারের হিতবাণী উপেক্ষিত হইবে না।

কলিকাতা ৬নং পাশিবাগান লেন হইতে ১৩৪১সাল ২৪শে চৈত্র বহু বেদান্তশাস্ত্র-প্রকাশক সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ বেদান্তভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন—আর্য্যভূমি-

প্রণেতা শ্রীযুক্ত আশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত "আর্য্য-শক্তি" গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া যুগপৎ বিস্মিত, আনন্দিত ও উপকৃত হইলাম। গ্রন্থকারের কবিত্বশক্তি, জ্ঞানের সূক্ষ্মতা ও গাম্ভীর্য্য, অকপট স্বদেশপ্রেম, সত্য ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠার সংযত উন্মাদনা যেন অপরিমেয় বলিয়াই মনে হইল। ভাষার লালিত্য ও ওজস্বিতা অপূর্ব্ব। ইহা পাঠককে যে উন্নত করিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অদ্বৈতবাদী হইয়াও কি করিয়া প্রেমিক হইতে পারা যায় তাহার অতি সুন্দর পথ গ্রন্থকার প্রদর্শন করিয়াছেন। এ গ্রন্থের ইহা একটা বৈশিষ্ট্য। এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন ও সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী এম্ এ বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"আত্মভূমি" কাব্য ও বিশ্বপ্রেম প্রণেতা শ্রীযুক্ত আশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায় আর একখানি উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ "আর্য্যশক্তি" লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তাঁর কবিতার একটা বৈশিষ্ট্য এই যে দার্শনিক জটিল মতবাদ গুলিকে অতি সুন্দর সুমিষ্ট কবিতায় গ্রথিত করিয়া, লোকের চিত্তরঞ্জন করিতে অসাধারণ সামর্থ্য। বর্ত্তমান কবিতাগুলি পূর্ব্বে লিখিত কবিতা অপেক্ষা ও অধিকতর আনন্দপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। এখানিকে আমরা একখানা "ধর্ম্মগ্রন্থ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেছিনা। সব্‌জজ সাহেব, সুপ্রসিদ্ধ নগেন্দ্র বসু মহাশয় এই গ্রন্থের ভূমিকায় ইহার লিখিত গ্রন্থের বিশেষ সমাদর করিয়াছেন। সুতরাং,

আর অধিক কথা বলা নিতান্তই বাহুল্য। আমরা এই শ্রেণীর কবিতার চিরদিনই পক্ষপাতী। প্রেম-কবিতা-প্লাবিত যুগে উচ্চ শ্রেণীর দার্শনিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে কবিতা রচনা বড় একটা দেখিতে পাই না। এই প্রবন্ধের কবি, বাঙ্গলা কবিতার সেই কলঙ্ক দূর করিয়া, এ প্রকার উন্নত বিষয় লইয়া, এমন মিষ্ট প্রাঞ্জল কবিতা লিখিতেছেন, এটা বড়ই আনন্দের কথা। এই পুস্তক হইতে অনেকের চিত্ত ধর্ম্মপথে চালিত হইবে, আমরা বিশ্বাস করি। বিধাতা এই উদীয়মান কবির লেখনীর উপর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন।

বঙ্গবাসী ২১শে বৈশাখ ১৩৪২ সাল + + + গ্রন্থকার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের "আর্য্যভূমি" নামে একখানি পুস্তক ইতি-পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সময়েই তাঁহার রচনার বিশে-ষত্বের প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আগাগোড়াই দার্শ-নিকতাপূর্ণ। + + + + প্রভৃতি ১৬টি বিষয় আলোচিত হইয়াছে; রচনা ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য এই যে, একাধারে ইহা গদ্য ও পদ্য উভয়ই। ছন্দ কোথাও মিত্রাক্ষর কোথাও অমিত্রাক্ষর। মাঝে মাঝে স্পষ্ট ত্রিপদীও আছে। প্রতি ছত্রেই কবিত্বের সহিত চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। ভাবের গুরুত্বহেতু এই পুস্তক অবশ্য সাধারণ পাঠকের সুখবোধ্য নহে। ইতিহাসে যাঁহারা অভিজ্ঞ এবং দর্শনশাস্ত্রে যাঁহাদের অধিকার আছে, তাঁহারা এই পুস্তক পড়িয়া তৃপ্তি লাভ করিবেন। আর্য্যভূমির, আর্য্যশক্তির, আর্য্য-নীতির ও আর্য্যশাস্ত্রের গৌরব ঘোষণার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া গ্রন্থকার

সর্ব্বত্র যে গুরুগম্ভীর ভাষা বিন্যাস করিয়াছেন, তাহাতে একটা অনন্যসাধারণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আধুনিক জড়বাদ ও যান্ত্রিক সভ্যতা সম্বন্ধে গ্রন্থকার এই পুস্তকে "শম্বুক" প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছেন তাহার কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি, ইহাতেই রচনার নমুনা পাওয়া যাইবে—

সর্ব্বগ্রাসী জড়বাদ! সৌন্দর্য্য তোমার
মুগ্ধ করি চিরদিন মানব-হৃদয়
সাধিছে বিনাশ তার। বিমুগ্ধ মানব
না পারে মুক্তির পথ করিতে সন্ধান,
গ্রীক্ ইতিহাস তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।
যে যান্ত্রিক সভ্যতায় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের
হইয়াছে পূর্ণস্ফূর্ত্তি, প্রভাবে তাহার
রত্নগর্ভা বসুন্ধরা হইয়াছে মরু,
মনুষ্যত্ব বিদলিত, প্রাণহীন তরু।
মুষ্টিমেয় ধনিকের অঙ্গুলী-নির্দ্দেশে
নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রতন্ত্র, ক্ষুধার্ত্ত মানব,
চলিয়াছে প্রভুত্বের বিনিদ্র আহব।

The Amrita Bazar Patrika, dated the 7th April, 1935—This book is a collection of sixteen Philosophical poems written from the point of view of both Eastern and Western thought. In them the author portrays the ancient Indian civilisation, Indian

religion, the cult of the Guru, the philosophy of Plato and Aristotole, ideas of Indian womanhood, the illusion of modern civilisation, the esoteric and exoteric aspects of Buddhism, Vedanta philosophy and many other difficult questions. The author has really struck a new note in our literature by writing such a book. Many an ennobling lesson will the reader derive from its perusal.